পরেশ প্রসাদ।

ক্ষুদ্র গল্প।

একজন পরিব্রাজক প্রণীত।

স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক
ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯২।

মূল্য আট আনা মাত্র।

পরেশ প্রসাদ।

ক্ষুদ্র গল্প।

উপক্রমণিকা।

আজি নিদাঘের সূর্য্য বড়ই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার ব্যোমরক্তিম উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, আগ্নেয় গিরির আকস্মিক নিঃস্রাবের ন্যায় উত্তপ্ত কিরণজাল দেখিয়া, ভয় হয় বুঝি জগত ভস্মাবশেষ হয়! বুঝি আজি পৃথিবীর পাপলীলা সাঙ্গ হয়! রূপনারায়ণ নদের পার্শ্ববর্ত্তী একটী বৃহৎ প্রান্তর সেই প্রচণ্ড কিরণে জ্বলিতেছিল। প্রান্তর অচেতন, শব্দহীন, প্রাণি-শূন্য! প্রাণীর মধ্যে একটী বিধবা যুবতী ও তাহার ক্রোড়দ্বয়ে দুইটি তিন বৎসরের যমজ শিশু কন্যা! শব্দের মধ্যে যুবতী ও শিশু দুইটীর কাতরতাময় নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ! আর প্রান্তরের চেতনাচিহ্নের মধ্যে সেই করুণ নিশ্বাসের করুণতর প্রতিধ্বনি! রমণী দ্রুতপদে প্রাণপণে দৌড়িতেছিল! তাহার শিশির-সিক্ত নিশীথকমলের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি দেখিলে, বৃন্তচ্যুত স্থলপদ্মের ন্যায় নিঃশব্দ চরণবিক্ষেপ দেখিলে, কিরাত-ভীতা হরিণীর ন্যায় সকরুণ চাহনি দেখিলে, বাত্যান্দোলিত

কদম্ব-কুসুমের ন্যায় হৃদয়-কম্পন দেখিলে, ক্রোড়স্থিত শিশু দুইটীর শুক্ল-তৃতীয়ার অপূর্ণকলা বালেন্দুর ন্যায় মধুর কান্তি দেখিলে, বোধ হয়, রমণী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহে, অবরোধে, অতি যত্নে প্রতিপালিতা। কখনও আতপতাপ সহে নাই, পদব্রজে গৃহের বাহির হয় নাই। আজি কোন অভাবনীয় আকস্মিক বিপৎপাত ঘটিয়াছে।

এইরূপে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া, একবার সভয়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া, রমণী নদীপার্শ্বস্থ তরুতলে বসিলেন ও একটী শিশুকে সযত্নে হৃদয়ে ধরিয়া ক্লান্তি অপনয়নের জন্য অপর শিশুকে ক্রোড় হইতে ভূমিতলে নামাইলেন। বুঝি একেবারে দুই জনকে কোল হইতে নামাইতে সাহস হইল না। ক্রোড়স্থিত শিশুর বোধ হয় সেই নিদারুণ তপনতাপে পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, তাই তরঙ্গময় নদীর দিকে চাহিয়া মার গলা ধরিয়া আধ আধ কথায় বলিল "মা—অই খাব—অই ঢেউ—ঢেউ খাব।" রমণী শিশুকে বারি পান করাইবার জন্য নদীতীরে নামিলেন। অপর শিশুটি সেই সময়ে অন্য এক দিকে দেখিতেছিল। সেই আতপতাপময় বিজন প্রান্তরে একটী গোলাপ ফুল পূর্ণ সুখে, পূর্ণ গৌরবে, দীন বাঙ্গালীর মরুময় হৃদয়ের প্রণয়িনীর ন্যায়, হাসিতেছিল। বালিকা হাসিতে হাসিতে কুসুমটী চয়ন করিবার জন্য ছুটিল। এ বিষাদপূর্ণ, বৈষম্যময় জগতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে, ঠিক আপনার মত কাহাকে দেখিলে, শিশুও প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলাইতে চায়!

অকস্মাৎ জনহীন প্রান্তর গভীর দ্রুতপদবিক্ষেপশব্দে প্রতিধ্বনিত হইল! রমণী সিহরিয়া, সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

দেখিলেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন কালান্তক যমের ন্যায়, ভীষণ-মূর্ত্তি, লম্বিত-শ্মশ্রু যবন বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। রমণী এক হস্তে ক্রোড়স্থিত শিশু-কন্যাকে বলপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপর হস্ত উত্তোলন করিয়া, বিশাল উজ্জ্বল নয়নের জ্যোতির্ম্ময়, পবিত্রতাময় কটাক্ষ বিকট যবনমুণ্ডের প্রতি স্থাপিত করিয়া সক্রোধে কহিলেন "সাবধান! দূরে দাঁড়াও!"

মুহূর্ত্তের জন্য যবনদ্বয় সিহরিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। যেমন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকারময় গৃহ পথিকের করস্থিত দীপালোকে সহসা আলোকিত হইয়া আবার সেই মুহূর্ত্তেই গাঢ়তর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ পাপীর কালিমাময় হৃদয় পবিত্রতার আলোক স্পর্শ করিলে, অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গাঢ়তর কালিমায় বিলীন হইয়া যায়। ক্ষণমাত্র পরেই যবনদ্বয় বিকট হাস্য করিয়া অগ্রসর হইল। রমণী ক্রোড়স্থিত বালিকার কণ্ঠ হইতে রত্নহার ছিন্ন করিয়া কহিলেন "এই দেখ, এই রত্নহারের মূল্য দশ হাজার টাকার কম নয়! আমাকে পলায়ন করতে দাও, আমি তোমাদিগকে এই রত্নহার দিচ্ছি!"

যবনদ্বয় সতৃষ্ণ নয়নে দেখিল, রমণীর করস্থিত হারের রত্ন সূর্য্যকিরণে চমকিতেছে! একবার তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করিয়া লইল ও হাস্য করিয়া কহিল "আচ্ছা দাও। আমরা যেন তোমাকে ছেড়ে দিলেম, কিন্তু আমাদের সাহাজাদা ছাড়েন কই? তিনি যে তোমার জন্য আমাদের মত শত অনুচর পাঠিয়েছেন। তারা কি তোমায় পলায়ন করতে দেবে?"

রমণী কহিলেন "তোদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে আমি তার উপায় করতে পারব।"

যবন কহিল "তবে আর বিলম্ব কেন? যদি পালাতে চাও প্রাণপণে দৌড়াও, অই দেখ পশ্চাতে আরও লোক আসচে।"

রমণী রত্নহার ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া পাগলিনীর মত ছুটিতে লাগিলেন। যবনদ্বয় রত্নহার লইয়া চলিয়া গেল। আর সেই ভীতিবিহ্বলা, উন্মাদিনীপ্রায় রমণী সে সময়ে ভুলিয়া গেলেন যে, অকিঞ্চিৎকর রত্নহারের সঙ্গে তাঁহার আঁধার হৃদয়ের অয়স্কান্ত রত্ন, সেই জনহীন নদীসৈকতে, সেই ভীষণ প্রান্তরে ফেলিয়া যাইতেছেন! বালিকা গোলাপ ফুলটি আদর করিয়া চুম্বন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মা নাই। তখন চারিদিকে চাহিয়া আধ আধ কথায় করুণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল "মা! মা! কোথায় গেলে! একবার এস মা!"

সেই নিদাঘ দ্বিপ্রহরে জনশূন্য প্রচণ্ড-তাপময় নিস্তব্ধ প্রান্তর, মরুভূমে ভুজঙ্গমুখভ্রষ্ট চাতকশাবকের করুণ নিনাদের ন্যায়, সেই তিন বৎসরের বালিকার অর্দ্ধস্ফুট মা মা শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালো আকাশ।

অনেক দিনের কথা। প্রায় এক শত বিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন বিলাসপুর গ্রামে একটী ফুলের বাগান, কালো মেঘের করাল ছায়ায়, কালো বর্ণ দেখাইতেছিল। মেঘের পর মেঘ অনন্ত আকাশ বেষ্টন করিয়া ছুটিতেছে। আকাশে সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে মেঘতামসের সংগ্রাম, ভূতলে অন্ধকারের সঙ্গে আলোকের সংগ্রাম। প্রকৃতি নিস্তব্ধ; যেন চিত্রার্পিত হইয়া, বিস্মিত নয়নে শ্বেতকৃষ্ণের ঘোর সংগ্রাম দেখিতেছে। কালো মেঘের কালিমাময় ক্রোড়ে লুকাইয়াও সূর্য্য মলিনমুখী প্রকৃতিকে অভয় দিতেছে। সেই ফুলের বাগানে, সে কালো আকাশের তলায় কে দুইজন নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। একজন বাইশ বৎসর বয়সের সুন্দর যুবাপুরুষ, আর একজন সতের বৎসরের সুন্দরী যুবতী, কিন্তু ইহাদের উভয়েরই মুখমণ্ডল অতি ম্লান। বোধ হয় যেন মেঘের করাল ছায়া ইহাদেরও হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। যুবকের দৃষ্টি যুবতীর কিশলয়সুকুমার দেহের প্রতি, যুবতীর দৃষ্টি দিগন্তব্যাপী কালো মেঘের প্রতি। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে যুবক কহিলেন "নীরদ! আজ দুই বৎসর এই সদ্য-প্রাণনাশক গরল বক্ষঃস্থলে লুকিয়ে রেখেছি। তুমি আদেশ কর তো এ বিষাদময় জীবনের শেষ অভিনয় সম্পূর্ণ করি।"

নীরদকেশী উত্তর করিল "বিজয়! সত্য সত্যই কি তুমি আমাকে এতই ভাল বাস—না প্রবঞ্চনা মাত্র?'

বিজয় চমকিয়া উত্তর করিলেন "এত দিন পরে কি এই প্রশ্ন? যদি বক্ষঃস্থল চিরলে হৃদয় দেখাবার হতো, তবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেম।"

"তবে আমাকে সুখী করতে তোমার ইচ্ছা হয় না কেন?"

"কি করলে তুমি সুখী হও, বল!"

নীরদকেশী আকাশব্যাপী মেঘজালের দিকে কটাক্ষ করিয়া মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "বারম্বার আমার মুখে যে কথা শুনেছ, আবার বলচি, শোন! একটী বালিকা, যখন তার তিন বৎসর মাত্র বয়স, স্নেহময় জনক, আদরময়ী জননী, প্রাণের সহোদরা, সকলি হারাল। তার নববৈধব বিধুরা জননী এক দিন পাপিষ্ঠ যবনের পাশব অত্যাচারের ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে, রূপনারায়ণ নদীতীরে তিন বৎসরের কন্যাকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হলেন। নিঃসহায়া বালিকা যবনদস্যুর হাতে পড়লো। তোমার করুণা-সিন্ধু পিতা ঘটনাক্রমে জানতে পেরে সেই অনাথিনী বালিকাকে দস্যুর হাত হতে পরিত্রাণ করে, তার পিতার বিপুল সম্পত্তির কিয়দংশ যবনের হস্ত হতে পুনঃ সংগ্রহ করে, আপন গ্রামে আশ্রয়দান করলেন ও অতি যত্নে প্রতিপালন করতে লাগলেন। বালিকা যবনের পাশব অত্যাচার ভুলল না। বালিকাবয়সেও তুষাবৃত অনলের ন্যায় সেই নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তার অন্তর দগ্ধ করতে লাগল। সেই শৈশব বয়সেও বালিকা কতদিন স্বপ্নে অসিহস্তে যবনের পাপ-বক্ষ বিদীর্ণ করবার জন্য ছুটতো। নিদ্রার অঙ্ক হতে উঠে দেবতাদের নিকটে এ অত্যাচারের প্রতিশোধ ভিক্ষা করতো। এক দিন নিস্তব্ধ নিশীথে বালিকা স্বপ্ন দেখলে যে, তার মাতা তার

ভগিনীকে ক্রোড়ে লয়ে এসে দাঁড়ালেন। বালিকা দেখলে, মার মুখমণ্ডল মৃত মনুষ্যের মত পাণ্ডুবর্ণ, আর তাঁর বক্ষঃস্থলে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ! ছুরিকার দুই পার্শ্ব দিয়ে রক্তধারা ছুট্‌চে। বালিকা সভয়ে সরোদনে মাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটলো, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করতে পারলে না। মাতা সজলনয়নে বল্‌তে লাগলেন 'দেখ নীরদ! পাপাত্মা যবনের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য আত্মহত্যা করেছি! কিন্তু তাতেও শান্তিলাভ করতে পারি নাই। জন্মের মত পৃথিবী পরিত্যাগ করেছি, তবুও যেন ভীষণ যবনমুণ্ড আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌চে। যদি কখনও পাপাত্মার মুণ্ড এইরূপ শাণিত ছুরিকায় ছিন্ন করতে পার, তবে এ অশেষ যাতনার হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করবো। দেখো মা! ভুলো না।' এই ব'লে বালিকার জননী নিশীথের ঘোর অন্ধকারে মিশ্‌য়ে গেলেন। শিশু ভগিনীও মার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিশ্‌তে মিশ্‌তে আধ আধ মিষ্ট কথায় বলে গেল 'দেখো দিদি! ভুলো না।' এ ঘোর অত্যাচারের প্রতিশোধ সেই অবধি বালিকার যপমন্ত্র হলো। ক্রমে সে শৈশব অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করলে, মনের আশা মনেই বাড়তে লাগলো। একজন সুকুমার যুবাপুরুষের দেবেন্দ্রসম সুন্দর কান্তি দেখে যুবতী মনে মনে তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করলে ও মনে করলে যে সেই দেবতনয়, দেবমূর্ত্তি যুবাপুরুষ তার মনের আশা সফল করবে। দুই বৎসর হলো এক দিন যুবা অনাথিনী যুবতীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে। যুবতী তখন যুবকের চরণপ্রান্তে পড়ে চিরকল্পিত মনের সাধ ব্যক্ত করলে। দিন গেল, বৎসর গেল, অনাথিনীর

আশালতা শুষ্ক হতে লাগল, ক্রমে সে বুঝতে পারলে যে, যুবা যে ভালবাসা জানাত, সে কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র! তা না হলে এত দিনে অনাথিনীর আশা পূর্ণ হতো। এত দিনে সহস্র বীর পাপিষ্ঠ নবাবের মস্তকচ্ছেদনের জন্য তার প্রাসাদচূড়ায় বাধিত হতো।"

বিজয় নীরদকেশীর কথাগুলি একাগ্রমনে শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু একটা কথার অর্থও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। তাঁহার হৃদয় যুবতীর সৌন্দর্য্যময় রূপের স্রোতে ভাসিতেছিল। যেমন স্থিরহৃদয় যমুনায় অকস্মাৎ প্রবল বায়ু সঞ্চালিত হইলে, নদীবক্ষে নূতন সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া পড়ে, নীরদকেশীর রূপের সলিলে সেইরূপ নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ, বিজয় স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলেন। নীরদকেশী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন "শোন বিজয়! তাই বলছি, যদি তুমি আমাকে ভাল বাসতে, আমার প্রতিজ্ঞা এত দিনে পূর্ণ হতো! এত দিনে মাতৃহন্তা নবাবের শোণিতে চরণ ধৌত করতে পারতেম!"

বিজয় আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া উত্তর করিলেন "নীরদ! যদি তোমার আদেশ অসম্ভব, আশাতীত না হতো, তবে এই মুহূর্ত্তেই তা সম্পাদন করবার জন্য ধাবিত হতেম!"

যেমন তরঙ্গিনীহৃদয় ঝটিকাকালে মুহূর্ত্তের জন্য শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পরক্ষণেই আবার তরঙ্গের আস্ফালনে আলোড়িত হয়, নীরদকেশীর রূপ-রাশি আবার সেইরূপ চঞ্চল মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি উত্তর করিলেন "অসম্ভব! আশাতীত! হা ধিক্ বিজয়! ভীরুহৃদয় যবনদস্যুর পাপাচারের প্রতিফল

দেওয়া একজন হিন্দুযুবার নিকট অসম্ভব। তোমার পিতার কি অর্থ নাই? তুমি কি যুবাপুরুষ নও? তোমার ধমনীতে কি হিন্দুর উত্তপ্ত শোণিত নাই? শোন বিজয়! আবার ঐ সূর্য্য সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করচি, যত দিন না আমার আশা পূর্ণ হবে, তত দিন আমি তোমার হব না! আজ তুমি অসিহস্তে বীরদর্পে পাপাত্মার প্রাসাদচূড়ায় আরোহণ করে, তার শোণিতে করদ্বয় রঞ্জিত করে, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার কাছে এস, অথবা যদি আমার স্বপ্ন অসত্য মনে কর, আমার জননীকে আর আমার প্রাণের সহোদরাকে ফিরিয়ে এনে দাও, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে এ দেহ প্রাণ উপহার দিব। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে গিয়ে, জীবন বিসর্জ্জন দাও, আমি চির-জীবন বিধবা বেশে, তোমার স্বর্গগত আত্মার পূজা করবো। আর যদি এ সাহস না থাকে, যদি ভীরু কাপুরুষের মত আমার অঞ্চল ধারণ করে, করযোড় বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফের, আমি তোমার দিকে একবার ফিরেও চাইব না।”

নীরদাকেশী এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। বিজয় কিয়ংক্ষণ স্থির নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া, বিষাদে, বিস্ময়ে অথবা নিরাশায়, বলিতে পারি না, সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় মস্তক অবনত করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাঙা মেঘ।

আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে সময়ে এই যুবক যুবতীর কথোপকথন হইতেছিল, কিঞ্চিৎ দূরে, একটী বৃক্ষের অন্তরালে, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া সকৌতূহলে ইঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। নীরদকেশী চলিয়া গেলে সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে অন্তরাল হইতে অগ্রসর হইয়া কহিল "তার সন্দেহ কি? নারীর প্রেম এমনি জিনিসই বটে? বলি ও বিজয় দাদা! একবার বদন তুলে, চক্ষু মেলে, জানকীর কুশল বার্ত্তা বল দেখি!" আগন্তুকের কথামত বিজয় বৃক্ষশাখা হইতে বদন তুলিয়া নয়ন মেলিয়া বলিল "কে? ভজ দাদা!"

ভজদাদা কোন উত্তর না করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে আমরা ভজদাদা ওরফে ভজহরি শর্ম্মাকে নয়ন ভরিয়া সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লই। যে বর্ণে গোপিনীকুলের মন প্রাণ মোহিত হইয়াছিল, ভজহরির গায়ের বর্ণ সেইরূপ। তাঁহার বয়স সাতান্ন বৎসর আট মাস। তাঁহার একজন শত্রুপক্ষীয় প্রতিবেশী ঘটনাক্রমে তাঁহার কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া এ কথা রটনা করিয়া দিয়াছিল। নতুবা আমরা ভজহরি শর্ম্মার বয়স অনুমান করিতে গিয়া বিষম বিভ্রাটে পড়িতাম। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া দূর হইতে বালক বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার চুল শাদা কি কালো, তাহাও সহজে অনুমান করিবার উপায় নাই। মস্তকের অধিকাংশ চুল উঠিয়া গিয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট

আছে, দেখিতে পাওয়া যায় না, কেননা ভজদাদা দিন রাত পাগড়ি বাঁধিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ভজহরি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার চুল পাকিয়া উঠিতে লাগিল, তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া শাদাচুলের বংশ সমূলে নির্মূল করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি আপন প্রতিবেশীমণ্ডলীর ছোট ছেলে মেয়ে ধরিয়া আনিয়া কাহাকে খোসামোদ করিয়া, কাহাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া, কাহাকে বা চপটাঘাতে বশীভূত করিয়া, কাহাকেও বা মিষ্টান্ন দেখাইয়া, নিয়মিতরূপে সকালে ও বৈকালে চুল তুলাইতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তাহ পরেই দেখিলেন যে, মাতার চুল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন ভজদাদা ঠগ বাচিতে গিয়া গ্রাম ওজড় হইয়া যায় দেখিয়া, চুল তোলা রহিত বলিয়া হুকুম প্রচার করিলেন ও সেই অবধি পাগড়ি বাঁধা আরম্ভ করিলেন। ভজহরির গোঁফ কালো নয় শাদাও নয়, তাহার কারণ কলপ তিন চারিদিনের পুরাতন হইয়া যাওয়াতে তাঁহার শাদা গোঁফ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। দাঁত প্রায় সকলগুলিই বিদ্যমান! কেবল এক পাশের কসের তিনটী দাঁত অসময়ে ভজহরির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ভজহরি সে তিনটী দাঁতের স্থানে তুলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, হাসিবার সময় অথবা কথা কহিবার সময় তাহা শাদা দুধে দাঁতের ন্যায় বোধ হয়! ভজহরির নয়ন তীক্ষ্ণ ও বাণবিশিষ্ট হইলেও, আয়তনে ছোট ও কটাবর্ণ হওয়ায় তিনি একদিন অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া একজন মুসলমান হাকিম তাঁহার দুঃখে বিগলিত হইয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এক

প্রকার সুরমা আছে, তাহাতে কটা চক্ষু দুই সপ্তাহে কাল হয় ও আয়তনেও কিছু বাড়ে। ভজহরি সেই অবধি আজ সাত বৎসর প্রতিদিন, প্রভাতে ও শয়নের পূর্ব্বে সুরমা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সম্মুখের দুইটি দাঁত কিছু অধিক দীর্ঘ হওয়ার কথা কহিবার সময় ঠোঁটের উপর আসিয়া লাগে। ভজহরির অধর এই সাতান্ন বৎসর কাল অবিরত আঘাত পাইয়া অতিশয় স্থূল ও মাংসল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে স্থূলকায় বলা যায় না, কেননা উদর ও ওষ্ঠাধর ব্যতীত শরীরের অন্য কোথাও তাদৃশ মাংসপিণ্ডের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি খর্ব্বকায় নাহন, কিন্তু হাঁটিবার সময় হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে খর্ব্বাকৃতি বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বাম পার্শ্বের হাঁটুর একখানি অস্থি ঘটনা বশতঃ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় হাঁটিবার সময় তাঁহাকে তুফানের নৌকার মত দেখায়। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, একদিন অন্ধকার রাত্রে ভজহরি শর্ম্মাকে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ এক জনের দ্বিতল ছাদের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিতে হইয়াছিল। সেই অবধি আর কেহ কখনও তাঁহাকে সোজা হইয়া চলিতে দেখে নাই। শুনা যায় যে, সেই সময়ে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে দুই চারিটা কিসের বড় বড় দাগ পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন দূর হইতে আর তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভজহরির হাসা দেখিয়া বিজয়ের মনের অন্ধকার অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইল। যেমন বর্ষাকালের মেঘময় আকাশে চাঁদ উঠিলে মেঘের আর অনকাল ভাব থাকে না, কেবল এখানে সেখানে দু একখানা ভাঙা মেঘ দেখা যায়,

সেইরূপ ভজদাদার মুখচন্দ্রের আবির্ভাবে ও হাস্যরূপ কিরণ-স্পর্শে বিজয়ের মন অনেক পরিমাণে প্রফুল্ল হইল ও তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার কেবলমাত্র ভাঙা মেঘে পরিণত হইল। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "ভজদাদা! বড় বিপদ! হাসবার সময় নয়!"

ভজহরি কহিলেন "তার সন্দেহ কি? তা এর আর বিপদ কি! ভ্রমর যদি পাঁচটা ফুলের মধ্যে হঠাং একটা পলাশফুলের নিকট থেকে ফিরে এসে, চাঁপা ফুলের ডালে চোক বুজয়ে পড়ে থাকে, তবে কি তার ভ্রমর নামে কলঙ্ক হয় না?"

বিজয় বলিলেন "আর যদি ভ্রমর ধুতরাবাগানের ভিতর ভাগ্যক্রমে একটী পারিজাত ফুল দেখ্‌তে পেয়ে, নিরাশ হয়ে তার কাছ থেকে ফিরে আসে, তবে তার কি দুর্দ্দশা হয় বল দেখি?"

ভজহরি কহিলেন "তার সন্দেহ কি? ব্যাপার খানা কি আমাকে স্পষ্ট করে সব বল দেখি, আমি এখনি এর প্রতীকার করচি!"

বিজয় নীরদকেশীর সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন; শুনিয়া ভজহরি হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "তা এর জন্যই তুমি চিন্তিত? এর উপায়তো স্পষ্টই পড়ে রয়েচে। ভজহরি শর্ম্মার বুদ্ধি জানতো দাদা! তার সন্দেহ কি? আমার সঙ্গে আমার বাটীতে চল, সেই খানে নির্জ্জনে তোমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করবো। শীঘ্র চল, ঐ দেখ বৃষ্টি এল।"

ভজহরি এক হস্তে বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়া আর এক হস্তে বিজয়ের কর গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে আপন গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখের শেষ।

ভজহরি বিজয়ের সঙ্গে আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাটীর ঘর, কিন্তু অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কোন স্থানে একটী চূণের দাগ পর্য্যন্ত নাই। সম্মুখে উঠান, তাহার সম্মুখে চণ্ডীমণ্ডপ। পার্শ্বে একখানি রান্নাঘর। উঠানে তিন চারিটী গোলাপ ফুলের গাছ। গাছগুলি ফুলের কলিকায় শোভিত, দেখিলে বোধ হয় ফুটন্ত ফুলগুলিকে কে এই মাত্র তুলিয়া লইয়াছে। ভজহরির পরিবারের মধ্যে কেবল এক তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ও গোলাপের মা নামে এক দাসী। বিজয় ভজহরির সঙ্গে পালঙ্কের উপর বসিয়া চারি দিক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ রাঙা দিদি কোথায়?"

পার্শ্ববর্ত্তী রান্নাঘর হইতে অতি মিষ্ট কোমল বামাকণ্ঠের কাশীর আওয়াজ শুনা গেল। ভজহরি কহিলেন "তোমার রাঙা দিদি গৃহকার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কি উপায়ে আমি সুখসচ্ছন্দে থাকব, সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত! তার সন্দেহ কি? যা বল বিজয় দাদা! আজ কালের বাজারে এরূপ লক্ষ্মী স্ত্রীলোক লোকের অদৃষ্টে জুটে উঠা ভার! কিন্তু সে কেবল আমারই বুদ্ধির জোরে! ঠিক করে বল দেখি, আমার মত বুদ্ধিমান্ লোক আর কখনও দেখেছ? তার সন্দেহ কি? সে যাহোক্ এখন কাজের কথা কওয়া যাক্। বুদ্ধিমান্ লোকের নিকট আগে কাজ তার পর অন্য কথা!"

বিজয় কহিলেন "সে কথা এখন থাক, অন্য সময়ে গোপনে দুজনে পরামর্শ করা যাবে।"

ভজহরি কহিলেন "গোপনে? এ অপেক্ষা গোপন স্থান আর কোথায় পাবে? এখানে আমাদের যে কথা হবে তা কাক কোকিলেও জান্‌তে পারবে না। তার সন্দেহ কি? তা কথাটা এই যে, তুমি বল্‌চো যে নীরদকেশীর স্থির প্রতিজ্ঞা যে, নবাবের প্রাণ সংহার করে ফিরে এলে সেই মুহূর্ত্তেই তোমার গলায় বরমাল্য প্রদান করবে।"

বিজয় নানাবিধ ইঙ্গিতে, নানা অঙ্গভঙ্গীতে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভজহরি আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বিজয়ের ইঙ্গিতে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিতে লাগিলেন "অতএব বিবেচনা করে দেখ্‌তে গেলে, বরমালা এক প্রকার গাঁথা ও প্রস্তুত রয়েচে বল্‌লেই হয়। তার সন্দেহ কি? কেননা একবার মালা বদল হয়ে গেলে আরতো ফিরিয়ে লবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

বিজয় কহিলেন "আজ দাদার আফিমের মাত্রাটা কিছু অধিক হয়েছে।"

ভজ। বলি দাদা! কথাটা তলিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, তবে বুঝতে পারবে। আমি যখন শিরোমণিমহাশয়ের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেম, কখনও তলিয়ে না বুঝে কোন প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতেম না বলে, তিনি আমাকে ন্যায়বাগীশ উপাধি দিয়েছিলেন।"

ন্যায়শাস্ত্রের কথা উত্থাপিত হইল দেখিয়া, বিজয় আশ্বস্ত হইয়া অন্য বিষয়ের কথা উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন ও কহিলেন "সেই জন্যই দাদার ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিটা এত অধিক হয়েছে!" কিন্তু ভজহরি এই দণ্ডেই বিজয়কে উপস্থিত বিষয়ের সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন "তার সন্দেহ কি? এখন উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শটা তলিয়ে বোঝ। হাজার হোক্ তোমার অপেক্ষা আমার বয়স বরং কিছু অধিক বই কম হবে না। বিবেচনা করে দেখ, তোমার নীরদকেশী বিলাসপুর গ্রামে, আর নবাব মুর্শিদাবাদ সহরে। দেড়শত ক্রোশের ব্যবধান। আর নীরদকেশী অন্তঃপুরবাসিনী অবলা বই তো আর কিছু নয়। তার সন্দেহ কি? অতএব দুই তিন মাসের জন্য বিলাসপুর পরিত্যাগ ক'র ফিরে এসে নীরদকেশীকে বললেই হবে, যে ভজদাদার বুদ্ধিকৌশলে তোমার শত্রুকে যমালয়ে পাঠিয়ে এলেম। এ কথা সে অবিশ্বাস করতে পারবে না, যেহেতু ভজহরি শর্ম্মার বুদ্ধি কারও অগোচর নাই। তার সন্দেহ কি? কেমন দাদা! উত্তম পরামর্শ কি না?"

বিজ। তার পর যখন তোমার কল্পিত মিথ্যা কথা সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

ভজ। এইতো দাদা কথাটা তলিয়ে বুঝে দেখ্‌লে না। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি যে, একবার মালা বদল হয়ে গেলে আর ফিরয়ে লবার যো নাই।

ভজহরির পরামর্শ শুনিয়া বিজয় অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে রান্নাঘর হইতে মুক্ত গবাক্ষপথে

একটী ক্ষুদ্র অঙ্গারখণ্ড সবেগে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন "আচ্ছা এ বিষয় ভালরূপ বিবেচনা করা যাক্, তার পর যা যুক্তিসিদ্ধ হয়, করা যাবে।"

ভজহরি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন "এ বিষয়ে আবার কালবিলম্ব কি? ভজহরি তলিয়ে বুঝে যা সিদ্ধান্ত করেচে, তার খণ্ডন করে কার সাধ্য? তার সন্দেহ কি? এ বিষয়ের এখনি একটা মতামত স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক। তার পর কর্ত্তামহাশয়ের মত লয়ে—"

বিজয়। কর্ত্তামহাশয়ের নিকটেও কি এ বিষয়ের প্রস্তাব করবার ইচ্ছা আছে না কি?

ভজ। তাঁর কাছে কি আর বলা যাবে যে, নীরদকেশীর হুকুমে নবাবের মস্তকচ্ছেদন করতে যাচ্চি? তাঁর কাছে তীর্থযাত্রায় যাবার কথা বল্‌লে আর দ্বিরুক্তি করবেন না। তার সন্দেহ কি?

ভজহরি এই বলিয়া কিছুক্ষণ উচ্চরবে হাস্য করিলেন ও কহিলেন "তবে এক ছিলিম তামাক খেয়ে বুদ্ধিটা আরও একটু পাকিয়ে লওয়া যাক্।" ভজাদাদা দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও রান্না ঘরের দিকে নয়নবাণ নিক্ষেপ করিয়া আধ আধ স্বরে ও গদগদ ভাবে কহিলেন "রাঙা বউ! একটু আগুন দিতে পারো কি?"

রান্নাঘর হইতে অস্ফুট মৃদুস্বরে কথা শুনা গেল "ও গোলাপের মা! আগুন দিয়ে আস্‌তে পারিস?"

"সেটা তুমি নিজেই দিলে ভাল হয়!"

মুহূর্ত্ত মধ্যেই আট গাছা মলের ঝম্‌ঝম্ শব্দে ভজহরি

শর্ম্মার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে করিতে, ঘোম্‌টা টানিতে টানিতে, বেলোয়ারি চুড়ির শব্দ করিতে করিতে, বর্ষাকালের পশ্চিম আকাশে সৌদামিনীর ন্যায়, অমাবস্যার অন্ধকারাবৃত ঘরে দীপশিখার ন্যায়, অঙ্গারগর্ভ উনুনের কোলে দীপ্ত বহ্নির ন্যায়, ভজহরির পার্শ্বে এক আলোকময়ী চপলামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভজহরির বাটীতে তাঁহার এক তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী ও গোলাপের মা বই আর কেহ নাই। সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই চপলামূর্ত্তি, অমাবস্যার রাত্রির নক্ষত্রের মত, পুরাতন ভগ্ন গৃহের জীর্ণ প্রাচীরে শুক্ল জ্যোৎস্নার মত, শুষ্ক তরুর শাখায় বসন্তের কচি পাতার মত, অন্ধকার রাত্রে অন্ধের হাতে যষ্টির মত, সাত পুত্রের মাতার নিকট প্রভাতকালের ষষ্ঠীঠাকুরের মত, ভজহরির মনোমোহিনী ও সন্তাপহারিণী। ভজদাদা বার বার তিনবার বলিয়া তৃতীয় পক্ষের সংসার করিয়াছেন,সুতরাং তাঁহার গৃহিণী পূজার তৃতীয় দিনের দশভুজার মত, তৃতীয় প্রহর রাত্রির বংশিধ্বনির মত, বাঙ্গালানাটকের তৃতীয় সংস্করণের মত, ফেকলা গাছের অসময়ের কাঁচামিঠা আম্রফলের মত, তৃতীয়কালীন বৃদ্ধের হাতে তালপত্রের পাত্তাড়ির মত, ভক্তিদায়িনী ও মিষ্টভাশালিনী, হৃদয়তোষিণী, বিষাদনিবারিণী ও বিস্ময়বিধায়িনী। তিনি রূপে ও গুণে ভজহরি শর্ম্মাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিলেন। কেবল ভজহরি কেন, গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই জন্যই বোধ হয়, সম্মান-চিহ্নস্বরূপ এখনকার রায়বাহাদুর ও রাজা বাহাদুরের মত তিনি "রাঙা ঠান্‌দিদি" অথবা "রাঙা দিদি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আসল নামটী কি তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই, সেই জন্য আমরাও আর সকলের মত তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে "রাঙা ঠান্‌দিদি ও রাঙা দিদি" বলিয়া ডাকিব। রাঙা দিদি কোন্ সময় "রাঙা" খেতাব পাইয়াছিলেন, আমরা সবিশেষ অবগত নহি! শুনিয়াছি ন্যাপালের পিসী নাম্নী তাঁহার একজন প্রতিবেশিনী রমণী তাঁহাকে প্রথমে এই উপাধি দিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, ন্যাপালের পিসী একদিন সন্ধ্যার পর রাঙা দিদির বাটীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, রাঙা দিদির নীল পদ্মের মত চক্ষু দুটী হঠাৎ জবাফুলের মত রাঙা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ন্যাপালের পিসী অকস্মাৎ এইরূপ বর্ণপরিবর্ত্তন বড় আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করিয়া, গোপনে সকলের নিকট কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ক্রমে কানাকানি হইতে হইতে কথাটী রাষ্ট্র হইয়া পড়িল ও "রাঙা দিদি" খেতাব বিলাসপুরে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

রাঙা দিদির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ এই যে, তিনি সর্ব্বদাই মধুরভাষিণী ও মৃদুহাসিনী। সুরুচি ও কুরুচি সকল কালেই বিদ্যমান। তখনকার অন্য স্ত্রীলোকগণের অপেক্ষা যে রাঙা দিদির রুচি বিশুদ্ধ, তাহা তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। অলঙ্কারের মধ্যে চরণে আট গাছা মল, গলায় এক ছড়া সোণার চিক, নাকে একটী নোলক ও হাতে বেলোয়ারি চুড়ি, পায়ে আল্‌তা ও মাথায় গোলাপফুল। তিনি সিন্দুর ভাল বাসেন না, কিন্তু কি করেন, দায়ে পড়িয়া দেশাচারের সম্মানচিহ্ন স্বরূপ মাথার উপর সিন্দুরের সরুরেখা আঁকিতে হইয়াছে। একখানি অতি সূক্ষ্ম, কালাপেড়ে ধুতি পরিধান। এইখানে

আমাদের নবীনা পাঠিকাদের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবেন যে, একশ বৎসর পূর্ব্বের সে কেলে মেয়ের রুচি যে এতটা বিশুদ্ধ ও সভ্যতাসঙ্গত ছিল, ইহা না কি আবার বিশ্বাস হয়? আমরা তাঁহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সেকালের কুরুচির সংস্কার কার্য্য রাঙা দিদি ও তাঁহারই ন্যায় সুরুচিসম্পন্না তাঁহার কতিপয় বয়স্যা রমণী কর্ত্তৃক প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কাল-মাহাত্ম্যে ক্রমে রুচি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিয়াছে। যদিও রাঙা দিদির মুখখানি ঘোমটায় আবৃত, আমরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে পারিতাম। কেননা তাঁহার ধুতির সূক্ষ্মতা-মাহাত্ম্যে তাঁহার দুধে আল্‌তার মত রঙ, পটলচেরা চোক, কমলপানা মুখ, কচিপাতার মত গঠন, বর্ষাকালের লতার মত ধরণ, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা, পাঠকমহাশয় রাঙা দিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়া লন। তাঁহার রূপ গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে আমাদের এ ক্ষুদ্র গল্প বৃহৎ ব্যাপার হইয়া পড়ে।

রাঙা দিদি ভজহরিকে আগুন দিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু ও অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের এত পরামর্শ হচ্ছিল?"

যদিও প্রশ্নটী অতি মৃদু ও অতি সামান্য, তথাপি কি কারণে বলিতে পারি না, বিজয়ের কর্ণে তীরের ন্যায় প্রবেশ করিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। ভজহরি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "পরামর্শ

আর কি? এ অধীনের বুদ্ধির দৌড়টা একবার বিজয় দাদাকে দেখাচ্ছিলেম। তার সন্দেহ কি?”

এই বলিয়া রসিকচূড়ামণি ভজহরি একটু মৃদু মধুর হাস্য করিয়া আলবোলার মুখনলে অধর সংযুক্ত করিলেন। একে ভজহরি শর্ম্মার অতি নিকটে তাঁহার মনোমোহিনী পূর্ণ শক্তিতে, পূর্ণ লাবণ্য বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মানা, তাহাতে আবার অনেকক্ষণ বিচ্ছেদের পর তাঁহার বিরহসন্তপ্ত ওষ্ঠাধরের সঙ্গে আলবোলার নলের সমাবেশ হইয়াছে, অতএব তিনি এবম্বিধ অশেষ সুখের আবেশে অলস হইয়া, চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিলেন। রাঙা দিদি এই অবকাশে একবার ভজহরির মুদিত মুখ-কমলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, এক চক্ষের ঘোমটা একটু সরাইয়া, সম্মুখের দুইটী মুক্তার মত দাঁত দিয়া গোলাপী অধরখানি দংশন করিয়া, ভ্রূভঙ্গী সহকারে বিজয়ের দিকে তীব্র কটাক্ষে চাহিলেন ও মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া সজল নয়নে, চপল চরণে, মলের শব্দে নিস্তব্ধ গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া, রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। এ সংসারে সকল সুখেরই শেষ আছে। রাঙা দিদি যদি আর কিছুক্ষণ ভজহরির নিকটে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে তামাক টানিতে দিতেন, তবে ভজহরি আজ ঐহিক সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই! হঠাৎ মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ উত্থিত হওয়ায় তাঁহার অধর হইতে মুখনল খসিয়া পড়িল ও তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন “তোমার রাঙা দিদি গেলেন নাকি! তবে চল আমরাও কর্ত্তামহাশয়ের নিকট গিয়ে

তীর্থ-দর্শনে যাবার প্রস্তাব করি!" বিজয় কোন কথা না বলিয়া চিন্তাকুলচিত্তে ভজদাদার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব কথা।

বিজয় ও ভজহরি চলিয়া গেলে, রাঙা দিদি শয়নগৃহে পুনঃ-প্রবেশ করিয়া একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শেষে পালঙ্কে শয়ন করিয়া, মুখ লুকাইয়া অশ্রুজলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। তারপর উঠিয়া বসিয়া একখানি দর্পণ হাতে লইয়া আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গোলাপের মাকে ডাকিয়া বলিলেন "গোলাপের মা! একবার শীগ্গির আমার কাছে আয়। শীগগির আয়, আমার মাথা খাস! বড় দরকার!" গোলাপের মা দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে?"

রাঙা দিদি বলিলেন "এইখানে বোস্!"

গোলাপের মা বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি দরকার, বল?"

রাঙা দিদি বলিলেন "আমি তোকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঠিক করে বলিস্!"

গোলা। তোমার কাছে আবার কোন্ কথটা ঠিক করে না বলি?

রাঙা। আগে আমাকে খানিকক্ষণ ভাল করে দ্যাখ! তার পর যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দে! আমার মাথা

খাস, আর তোর চখের মাতা খাস, যদি ঠিক করে না বলিস্।

গোলা। কথাটাই কি শুনি না ?

রাঙা। সত্যি করে বল, আমি এখন আর তখনকার মত সুন্দর আছি কি না ?

গোলা। এত রঙ্গও তুমি জান ?

রাঙা। বল্‌বিনে? দ্যাখ্ পোড়ার মুখি! সত্যি করে বল, নইলে এ জন্মে আর তোর সঙ্গে কথা কইব না। বল্, শীগ্‌গির বল্, আমাকে এখন আর তখনকার মত সুন্দর দেখায় কি না ?

গোলা। কখনকার মত ? তা আগে বুঝিয়ে দাও।

রাঙা। মরণ আর কি ? যেন আকাশ থেকে পড়লেন! তোর বাহাত্তুরে দশা ধরেচে। গত বছর এই শ্রাবণ মাসে, ঠিক এই রকম দিনে, আমি যেমন ছিলেম, এখন আর সে রকম আছি কি না বল্। ঠিক এই রকম বৃষ্টির দিনে, ঐ রকম কালো মেঘের তলায়, এই জান্‌লার পাশে এইখানে আমি, ঐখানে সে, আমাকে যেমন দেখ্‌য়েছিল, এখন আর সে রকম দেখায় কি না ?

গোলাপের মা হাস্য করিয়া উত্তর করিল "যে এখন তোমাকে অন্য রকম দ্যাখে, সে চোকের মাতাটা একেবারে খেয়েছে !"

রাঙা দিদি বলিলেন "যা! তুই বড় খোসামুদে কথা বলিস্!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষম বিপদ্।

বিজয়ের পিতা সাধুচরণ বসু, বিলাসপুরের জমীদার অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। গ্রামের যাবতীয় লোক তাঁহাকে ভয় করে, ভালবাসে ও সম্মান করে, কেননা তিনি ঐশ্বর্য্যশালী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধস্বভাব। তাঁহার জীবদ্দশায় গ্রামের কাহাকেও দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি বিবিধ পুণ্যকর্ম্মে আপন অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য অকাতরে ব্যয় করিতেন। বিজয় সাধুচরণ বসুর একমাত্র পুত্র। বিজয় পিতার অপ্রিয় নহেন। সাধুচরণ পুত্রকেও আপনার মত ধর্ম্মশীল ও নির্ম্মলস্বভাব মনে করিতেন। পদ্মরাগরত্নের খনিগর্ভে কাচমণি জন্মিবে, এরূপ আশঙ্কা কখনও তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হয় নাই। বিজয় ভজহরি শর্ম্মার সঙ্গে গিয়া যখন তাঁহার নিকটে তীর্থ-যাত্রার প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে বলিলেন, এত অল্প বয়সে পুত্রের ধর্ম্মচর্য্যায় এতাদৃশ অনুরাগ পিতৃগণের পুণ্যফল বই আর কিছুই নয়। তিনি তখনি কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া তীর্থযাত্রায় যাইবার উপযুক্ত দিন স্থির করিলেন। সমস্ত স্থির হইলে বিজয় পিতৃ-সমীপে বিদায় লইয়া ভজহরির সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। তিনি এতক্ষণ পিতার নিকট যুক্ত করে, নম্রবদনে দণ্ডায়মান ছিলেন, ভজ দাদার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া তাঁহার প্রকৃতির যেন সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অবস্থাবিশেষে ভাববৈলক্ষণ্য বিজয়

অতি উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভজহরি যে বিজয়কে লইয়া কিছু দিনের জন্য দেশভ্রমণে যাইবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহার অনেক কারণ ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, নীরদকেশীর সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে সম্পন্ন হইলে, বিজয় তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হইবে ও চির-দিন তাঁহার করায়ত্ত থাকিবে। আর একটী বিশেষ কারণ রাঙা দিদি। ভজহরি রাঙা দিদির গুণে মুগ্ধ ও রূপে লুব্ধ সত্য, কিন্তু তিনি কিছু দিনের জন্য রাঙা দিদির নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। ভজহরি শর্ম্মার মত প্রেমিক ব্যক্তি যে প্রেমের আস্বাদনে বীতরাগ হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, যেমন কমলে কণ্টক আছে, সেইরূপ ভজদাদার প্রেমের আকিঞ্চনেও বিরাগ থাকা অসম্ভব নহে। অবস্থা-বিশেষে অনেক ব্যক্তিকে মোটা বেতন সত্ত্বেও পেনসন লইতে হয়। সে যাহা হউক ভজহরি রাঙা দিদির নিকট সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া কেমন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিবেন, এই বিষম ভাবনায় পড়িলেন। ক্রমে দিন গত হইল, তীর্থযাত্রার সময় উপস্থিত। ঘাটে নৌকা সজ্জিত, সাধুচরণ বসুর দ্বারবান্ সকল লাল পাগড়ি বাঁধিয়া বাঁশের লাঠী হাতে লইয়া সুসজ্জিত। ভজহরি তখনও পর্য্যন্ত সাধুচরণ বসুর পূজার দালানে বসিয়া গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছেন। বিজয় অন্তঃপুর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভজদাদা! এখনও এখানে বসে রয়েছ যে?"

ভজহরি করপল্লব হইতে মুখকমল তুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া বলিলেন "দাদা! যেতে তো হবে, কিন্তু তোমার রাঙা দিদির নিকটে এখনও কথাটা উত্থাপন করা হয় নাই।"

"সে কি? তবে যাও, আর বিলম্ব করিও না!"

ভজহরি উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। বিজয়ও যাত্রাকালে একবার ভজহরি ও রাঙা দিদির যুগলরূপ দেখিবার কল্পনা করিয়া কিঞ্চিৎ দূর সঙ্গে গেলেন, কিন্তু তারপর আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভজহরি চিন্তা করিতে করিতে চলিলেন, কি বলিয়া রাঙা দিদির নিকট এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন। রাঙা দিদি আজ দুই বৎসর কাল পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ভজহরির গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও তাঁহাকে বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। আজি অকস্মাৎ এ নিদারুণ প্রস্তাব শুনিয়া তিনি কি মনে করিবেন? শুনিবামাত্রই হয়তো বাণবিদ্ধা কপোতীর ন্যায় পালঙ্ক হইতে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যাইবেন! হয় ত মদনের দেহ ভস্মাবশেষ দর্শনে বিচ্ছেদবিধুরা রতির ন্যায় ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিবেন! অথবা হয় ত চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক সম্মার্জ্জনী হস্তে ধাবমানা হইবেন! ভজহরি একবার ভাবিলেন, বিজয়কে ফাঁকি দিয়া পেটের বেদনাটা হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া শয়ন করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহাতে তো বিজয়কে ফাঁকি দেওয়া হইবে না, নিজেই ফাঁকি পড়িবেন। অতএব তিনি যাওয়াই স্থির করিয়া দুর্গানাম জপ করিতে করিতে রাঙা দিদির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাঙা

দিদির তখন কেশবিন্যাসের সময় উপস্থিত। তিনি সবে কবরী খুলিয়া, চুলগুলি পৃষ্ঠের উপর ছড়াইয়া, দর্পণখানি সম্মুখে ধরিয়া, কি একটা কথা ভাবিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, এমন সময়ে ভজহরি উপস্থিত হইয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট হইলেন। রাঙা দিদির অধরের হাসিটুকু অধরে মিশাইবার পূর্ব্বেই এই সুদীর্ঘ নিশ্বাসধ্বনি তাঁহার শ্রবণবিবর অতিক্রম করিয়া, তাড়িত-বার্ত্তার ন্যায় বেগে হৃদয় স্পর্শ করিল। সুতরাং রাঙা দিদি ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি আজ যে বড় বিরস বদন দেখচি?" ভজহরি পূর্ব্বের অপেক্ষা দীর্ঘতর গম্ভীরতর আর একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আর সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর?"

আবার পূর্ব্বের মত একটু মৃদুহাসি রাঙা দিদির অধরে, ভজহরির অলক্ষ্যে, বিদ্যুতের মত চমকিয়া তখনি আবার মিলিয়া গেল। তিনি পুনর্ব্বার ব্যস্ততা ও কাতরতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে শীঘ্র বল। আমার মাথা খাও। তোমার বিরস বদন দেখে আমার প্রাণটা যেন ছহু করচে।"

ভজহরির মনের বাঁধ প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। উত্তর করিলেন "কি করি বল! উপায় নাই! তার সন্দেহ কি? যেমন দশচক্রে ভগবান্‌কে ভূত হতে হয়েছিল, আমার দশাও তদ্রূপ! বিজয় আজ তীর্থযাত্রায় যাবে, সব প্রস্তুত! হঠাৎ বিজয়ের পিতা গ্রামের দশজন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে, আমার কাছে

উপস্থিত হয়ে করযোড়ে নিবেদন কর্‌লেন "যে দেখ বাবা! বিজয় বালক, তুমি তার দক্ষিণ হস্ত! তুমি সঙ্গে না গেলে আমি তাকে কোন ক্রমেই পাঠাতে পারি না। তুমিও বালক বটে, কিন্তু তা হলে কি হয়? বুদ্ধিতে তুমি প্রাচীনের পিতামহ! তার সন্দেহ কি?"—

ভজহরি বলিতে বলিতে হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলেন; কেননা তিনি দেখিলেন যে, বুদ্ধিমতী রাঙা দিদি এই কয়েকটী কথাতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়া ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষুদুটী অঞ্চলে ঢাকিয়া, অনুনাসিক ও কণ্ঠতালব্য উভয়বিধ স্বরে বিষম বিরহ-বেদনার পরিচয় দিতেছেন। ভজহরি প্রণয়িনীকে প্রবোধ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন "তা দেখ, আমার কিছু অধিক দিন বিলম্ব হবে না। যত শীঘ্র পারি দুই একটা তীর্থ দর্শন করে এসে, আবার তোমার শ্রীচরণ দর্শনে তীর্থযাত্রা সফল করব।" কিন্তু তাহাতেও রাঙা দিদি কিছু মাত্র প্রবোধ মানিলেন না দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, আজিকার বিপদ্‌ বড় সহজ নহে। তখন কি করিবেন, কোন্‌ কথা বলিলে, কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিলে, এ বিষাদ-অনল নিবিবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া থাকিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন "হায়রে বিজয়! কি কুক্ষণেই তোকে নীরদকেশীর জন্য চাঁপাগাছের ডালে চোক বুজ্‌য়ে মুখ লুক্‌য়ে দাঁড়্‌য়ে থাক্‌তে দেখেছিলেম! তার সন্দেহ কি? তা না হলে আজ এ সোণার হরিণীকে বিচ্ছেদবাণে বিদ্ধ করতে হ'ত না।" নীরদকেশী ও বিজয়ের নাম শুনিয়া হঠাৎ রাঙা দিদির মাতা

উঠিল, চোক ফুটিল ও মুখ ছুটিল। তিনি বলিলেন "বলি তাই বল্‌লেই তো হয় যে, নীরদকেশীর জন্য এত কাণ্ড কারখানা হ'চ্চে? আমাকে সরলা অবলা পেয়ে কি এতই ছলনা, এতই প্রবঞ্চনা করতে হয়? নীরদকেশী কি এমনই একেবারে নারী-কুলের প্রহ্লাদ জন্মেছে যে, তার জন্যে সকলকে দেশত্যাগী হতে হ'ল! তা আর এত ছলনা কেন? আমাকে বাপের বাড়ী পাঠ্‌য়ে দাও, তার পর নীরদকেশী, শরদশশী, জলদবাসী, যাকে খুসী নিয়ে রঙ্গ কর।"

বলিতে বলিতে রাঙা দিদির ডাগর চক্ষু আবার সাগর হইয়া উঠিল। ভজহরি রাঙা দিদির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে আপনা আপনি বলিলেন "ওঃ! এই জন্যেই নারীর মন অপর লোকে সহজে বুঝে উঠ্‌তে পারে না। তার সন্দেহ কি? এতক্ষণ ছিল বিরহসন্তাপ, এখন দেখ্‌চি আবার সন্দেহ অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌ল!" প্রকাশ্যে বলিলেন "যা মনে করচ, সে বিষয়ে তোমার ভ্রম হয়েছে। যদি বিশ্বাস না কর, আমি তোমার মাতায় হাত দিয়ে শপথ করচি গজেন্দ্রগামিনি! যে ভজহরি নীরদকেশীর প্রেমভিখারী নয়! আমি কেবল পরোপকার করতে গিয়ে তোমার সন্দেহের ভাজন হয়েছি!"

রাঙা দিদি বলিলেন "বলি তুমিতো কেবল পরোপকারের চেষ্টায় আছ! তোমার নিজের উপকার কে করে বল দেখি? প্যাড়ার লোক কেমন, তাত সব জান। বিপদের সময়ে কারও দুটো মিষ্ট কথা শুনতে পাওয়া যায় না। আমি বউ মানুষ, একা গোলাপের মাকে লয়ে কেমন করে থাকুব বল দেখি!"

ভজহরি আশ্বস্ত হইয়া উত্তর করিলেন "আমি তার বন্দোবস্ত সব এখনি করে দিয়ে যাচ্চি! সে জন্যে তোমার কোন ভাবনা করতে হবে না!"

"বন্দোবস্ত আবার কোথায় গিয়ে করবে? কার এত মাতাবাথা পড়েচে, যে দুবেলা তোমার ঘরের তত্ত্বাবধান করে? আর তোমার পাড়াতে মানুষ আছেই বা কে? এক ওপাড়ার ভট্টাচায্যিরা। তা তাদের বাড়ীতে এমন কেই বা আছে যে দুবেলা খবর নিতে পারে? এক বিনোদ ঠাকুর পো। ছেলে মানুষ, শান্ত, শিষ্ট ও ধীর! তা যদি আগে বল্‌তে তাকে বলে কয়ে যেতে পারতে!"

ভজহরি বলিলেন "তা সে জন্য ভাবনা কি? আমি এখনি বিনোদলালকে সকল কথা ব'লে ক'য়ে ঠিক করে যাচ্চি!"

"অমনি মুখে দুটো কথা বলে দিয়ে গেলে কি আর কাজ হয়? তাকে এখানে ডেকে এনে আমার সোকাবিলে করে দিয়ে যাও যে, আর কোন ভাবনা থাক্‌বে না।"

"আচ্ছা! আচ্ছা! এ বেশ কথা!"

ভজহরি বিষম বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দ্রুতপদে, হৃষ্টমনে বিনোদলালকে ডাকিতে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বড় বোকা।

পাঠক দেখিয়াছিলেন যে, রাঙা দিদির কবরীবন্ধন অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। সবে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। তিনি অবকাশ পাইয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কিছু ক্ষণ পরেই ভজহরি ফিরিয়া আসিয়া রাঙা দিদির সমীপে তাঁহার বিনোদ ঠাকুরপোকে পেশ করিলেন। রাঙা দিদি যে বলিয়াছিলেন, তাঁহার বিনোদ ঠাকুর পো শান্ত, শিষ্ট ও ধীর, তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিনোদলালের ফিট ফিটে রং, মিটমিটে চোক, কোঁকড়ান চুল ও জমকাল ভুরু। তাহার বয়স ১৮।১৯ বৎসর মাত্র। এখনও সে শিরোমণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধের সূত্র অভ্যাস করে। বিলাসপুরের মেয়ে পুরুষ সকলেই বলিত যে, বিনোদলালের সকলি গুণ, কেবল দোষের মধ্যে বড় বোকা। বিনোদলাল বড় একটা কাহারও সহিত কথা কয় না, অপরিচিত লোক দেখিলে পাশ কাটাইয়া সরিয়া যায়।

ভজহরি অতি সমাদরে বিনোদলালকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন। রাঙা দিদি উভয়ের পশ্চাতে আধঘোমটা টানিয়া বসিয়া রহিলেন। ভজহরি বলিলেন "ভায়া! আমিতো চল্লেম। এখন বাটীর তত্ত্বাবধানের ভার তোমার উপর সমর্পণ কর্লেম। যে কদিন ফিরে না আসি, একবার সকালে বৈকালে এসে সংবাদটা লয়ে যেও। তোমার মত সুধীর, শান্ত ও

পরোপকারী ব্যক্তি দেশে আর কে আছে? তার সন্দেহ কি? তাইতেই ভায়া! তোমাকে এ কষ্ট দিতে হল!"

বিনোদলাল জিজ্ঞাসা করিল "তা আপনার হঠাৎ এমন সোণার সংসার ফেলে, দেশত্যাগী হবার ইচ্ছা হল, এর কারণ কি?"

ভজহরি বলিলেন "তুমিতো বুঝতে পারচ ভায়া! বড় মানুষের ছেলে তীর্থ দর্শনে যাবে, সুতরাং একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাহায্য না পেলে তো আর তা হয় না। তার সন্দেহ কি?"

রাঙা দিদি একটু কাঁদ কাঁদ মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন "বুঝতে পারচ না ঠাকুরপো? হাজার হোক্ তুমি ছেলে মানুষ কেমন করেই বা বুঝবে? ওঁর ইচ্ছ'টা এই যে আমাকে একলা ফেলে গিয়ে বিদেশ থেকে ফিরে এসে দেখেন যে আমি মরে গিয়েচি! তার পর নিজের মনের মত সুন্দর বউ ঘরে এনে সুখে ঘর সংসার করেন।"

বিনোদলাল বলিল "তা যদি নিতান্তই যেতে হয়, তবে তীর্থদর্শনে সস্ত্রীক যাওয়াই তো ভাল।"

কথাটা বোধ হয় রাঙা দিদির মনঃপূত হয় নাই, কেননা তিনি এই সময়ে মৃদুহাস্য সহকারে অধর দংশন করিয়া সকলের অলক্ষ্যে বিনোদলালের পৃষ্ঠদেশে সজোরে একটী চিম্‌টি কাটিলেন। বিনোদলাল "উঃ" বলিয়া সিহরিয়া উঠিল! ভজহরি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দাদা!"

রাঙা দিদি বলিলেন "বিছানাটা কদিন রৌদ্রে দেওয়া হয় নাই, বড় ছারপোকা হয়েছে।"

এই সময়ে বাহির হইতে কে অৰ্দ্ধেক হিন্দি, অৰ্দ্ধেক বাঙ্গালায়, অৰ্দ্ধেক নরম অৰ্দ্ধেক গরম, স্বরে ভজহরিকে শীঘ্র আসিতে বলিল।

ভজহরি বলিলেন "তবে আর বিলম্ব করা হয় না। আবার লোক এসেছে।"

ভজহরি যথাপদ্ধতি দেবতাদের নাম উচ্চারণ করিয়া রাঙা দিদিকে সাবধানে থাকিতে অনুরোধ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে রাঙা দিদি ভ্রূকুটী করিয়া মৃদুহাস্য সহকারে বিনোদলালের মস্তকে একটী বড় রকম চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "তুমি বড় বোকা!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বালির বাধ।

পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধুচরণ বসু নীরদকেশীকে যখন দস্যুর নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার পিতার পূৰ্ব্বসম্পত্তি সকল বহু আয়াসে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন ও শৈশবাবধি অতি যত্নে তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। এত করিবার কারণ এই যে, নীরদকেশীর পিতা সম্পর্কে তাঁহার দূরকুটুম্ব ও তিনি স্বভাবতঃ দয়ালুহৃদয় ও পরোপকারপ্রিয়। যখন তিনি প্রথমে এই বালিকার স্বর্গচ্যুত মেনকাবালার মত, মেঘপ্রসূত

রত্নপুত্তলীর মত, শশীক্রোড়ভ্রষ্ট মৃগশিশুর মত, অপার্থিব সরলতাময় মুখখানি দেখিলেন, তাঁহার করুণ হৃদয় দয়া ও স্নেহে গলিয়া গেল। তিনি বালিকাকে আপন অপত্যের মত প্রতিপালন করিবেন মনঃস্থ করিলেন। ক্রমে আপন পুত্রের সঙ্গে বালিকার বিবাহের কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল। এরূপ কল্পনা যে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য ছিল এমন নহে। তিনি জানিতেন, এ বিবাহ সম্পন্ন হইলে তাঁহার পুত্র নীরদকেশীর পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। সাধুচরণ বসুর প্রাসাদের অনতিদূরে নীরদকেশীর আবাসস্থান। অনতিবৃহৎ, অতি পরিচ্ছন্ন দ্বিতল গৃহ। চারি দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। পার্শ্বে কুসুম-উদ্যান ও দীর্ঘ সরোবর। এই সরোবর সোপানে বসিয়া একজন প্রৌঢ়া রমণী নীরদকেশীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সঙ্গে অনেকক্ষণ পরে অবনীর মিলন হইয়াছে। বিহগের মধুর কণ্ঠে, কুসুমের ফুল্লহৃদয়ে, সমীরণের চঞ্চল প্রাণে, সেই সুখের মিলনের অমৃতধারা উথলিয়া পড়িতেছে। সমীরবিক্ষুব্ধ সরসীর শীতল তরল জলে পড়িয়া সুধাংশু আহ্লাদে আটখানা হইয়া নাচিতেছে, ডুবিতেছে ও ছুটিতেছে। প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন "নীরদ! আজ এমন সুখের নিশা, এমন সুন্দর জোৎস্না, একবার হাসিমুখে দুটা সুখের কথা বল্। তোর কচিমুখে মৃদুহাসি দেখে চক্ষু জুড়াক।"

নিরদকেশী উত্তর করিল "বিধাতা যার অন্তরের ভিতর অন্ধকারে পূর্ণ করেচেন, তার মুখের হাসি কতক্ষণ? মানুষ ইচ্ছা করলেই যদি সর্ব্বদা হাসিমুখে থাক্‌তে পারত, তবে আর

ভাবনা ছিল কি? আজ আকাশের চাঁদ এখন কেমন হাসচে, কিন্তু ঐ দেখ, এক পাশে একখানি কালো মেঘ আপনার করাল দেহ বিস্তার করে ছুটচে। একটু পরেই দেখ্‌বে, ঐ কালো মেঘ এসে চাঁদের হাসি হাসি মুখে কালিমা রাশি ঢালচে।”

“ও ত গেল আকাশের চাঁদের কথা। তোমার কাছে কালো মেঘ কোথায়? তুমি কি ইচ্ছা করলে চিরকাল হাসি-মুখে থাক্‌তে পার না?”

“বামুন পিসি! তুমি যদি একটু আগে ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে, তবে দেখ্‌তে পেতে, আমি তোমাকে ঐ যে কালো মেঘ খানির কথা বল্‌চি, একটু পূর্ব্বে ওখানি কেমন শাদা বর্ণ ছিল। কেমন জ্যোৎস্নার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে, নীল আকাশের কোলে ভেসে ভেসে ছুট্‌ছিল। তখন ওখানি দেখে কি কেহ মনে করতে পারত যে ঐ মেঘখানিই আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে কালো বর্ণ ধারণ করে চাঁদকে গ্রাস করতে যাবে? মানুষের অবস্থা কি ঠিক ঐ রকম নয়?”

বামুনপিসী কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন “আমরা সেকেলে বুড়ো মানুষ, তোমাদিগকে কথায় এঁটে উট্‌তে পারি, আমাদের এমন কি সাধ্য? তোমাকে যে কথা বোঝাতে বসলেম, তার একটা কথাও বলা হল না। তোমাকে ছেলে ব্যালা থেকে আপনার মেয়ের মত ভাল বেসেছি তাই—”

এই সময় বিজয় পশ্চাৎ হইতে আসিয়া নীরদকেশীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার সুকুমার বীরদেহ সুবর্ণখচিত বহুমূল্য

পরিচ্ছদে শোভিত হইয়াছে! কটীবন্ধে দীর্ঘ তরবারি লম্বিত রহিয়াছে ও শিরোপরি হীরকমণ্ডিত উষ্ণীষ চন্দ্রালোকে প্রদীপ্ত হইতেছে? তিনি বলিলেন "নীরদকেশি! আজ আমি চললেম।"

বামুনপিসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় চল্‌লে?"

"নীরদের মাতৃহন্তা পাপিষ্ঠ যবনকে প্রতিফল দিতে!"

সহসা নীরদকেশীর শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইল, উজ্জ্বল চক্ষু দুটী সুধাংশুকিরণে হীরকখণ্ডের ন্যায় প্রতিফলিত হইল, উরস আনন্দ নিশ্বাসে স্ফীত হইল, করদ্বয় আপনা আপনি সম্মিলিত হইল, অংসচ্যুত অঞ্চল বাপীজলে খসিয়া পড়িল, মুখমণ্ডল আশায় উৎফুল্ল ও উৎসাহে বিভাসিত হইল! যেন আকস্মিক মারুত সঞ্চালনে স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কলিকা সহসা ফুটিয়া উঠিল! যেন প্রতিকূল বায়ুবিক্ষুব্ধ স্রোতের প্রতিঘাতে শেষ নিশার মুদিত কমল হাসিয়া উঠিল! যেন নিশীথে গোকুল বিপিনে তন্দ্রাভিভূতা, দুঃস্বপ্নবিধুরা ব্রজাঙ্গনা সহসা বাঁশরীঝঙ্কার শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল!

নীরদকেশী উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পারবে তো?" বিজয় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনিমেষনয়নে নীরদকেশীর নূতন রূপরাশি দেখিতে দেখিতে উত্তর করিলেন "শুনেছি, চেষ্টা করলে মানুষে অসাধ্যও সাধনা করতে পারে। যদি মানুষের চেষ্টায় এ কাজ সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়, তবে অবশ্য পারব!"

নীরদ উত্তর করিলেন, "অবশ্য পারবে! যদি স্বর্গে দেবতা থাকেন, যদি পাপপুণ্যের বিচার থাকে, যদি অনাথিনী বালিকার দ্বাদশ বৎসরের অবিরাম ক্রন্দনে দেবতারা বধির না হয়ে

থাকেন, তবে অবশ্যই পারবে! তবে যাও! আর বিলম্ব করিও না। এই দেখ, কেশরাশি উন্মুক্ত, আলুলায়িত করলেম। যদি আমার মনোরথ সিদ্ধ করতে না পার, তবে চিরদিন এইরূপ আলুলায়িতকেশী উন্মাদিনীর বেশে জীবন যাপন করব! আর যদি বাসনা পূর্ণ হয়, তবে চন্দ্র সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করচি, তুমি ফিরে আসবামাত্রেই এই কেশদামে তোমার যবন-শোণিত-কলঙ্কিত চরণ মুছিয়ে দিয়ে সেই মুহূর্ত্তেই তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করব!"

অকস্মাৎ চন্দ্রিমা মেঘের ভিতর লুকাইল, বসুধা তিমিরাবৃত হইল। নীরদ! কি প্রতিজ্ঞা করিলে?

ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব দুরাচার বিজয় সেই পবিত্র রূপরাশি বারম্বার সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, নীরদকেশী অনিমেষ চক্ষে বিজয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের চারি চক্ষু সেই মেঘাবৃত জ্যোৎস্নালোকে যতদূর সম্ভব, পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত হইল। বিজয় দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, নীরদকেশী বামুনপিসীর বক্ষে মাথা রাখিয়া, অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "বামুন পিসি! এমন দিন কবে হবে যে, বিজয় হাসতে হাসতে ফিরে এসে আমার কাছে বলবে যে, বিধাতা অনাথিনী অবলার প্রার্থনা পূর্ণ করেচেন।"

নীরদকেশীর স্থির অথচ চঞ্চল, গাম্ভীর্য্যময় অথচ আবেগপূর্ণ প্রকৃতির নূতন অভিনয় বামুনপিসীর নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি উত্তর করিলেন

"তোমার কথা বাছা! তুমিই জান। নবাবের সঙ্গে বিবাদ করা কি সহজ কথা! এই বিজয়ের সঙ্গে বিবাহের কথা তোমাকে কত বার বুঝিয়েছি, বল দেখি? এক দিনের জন্যেও ত আমাদের কথায় কাণ দাও নাই! এখন হাতের রত্ন জলে ফেলে দিয়ে আক্ষেপ করলে আর কি হবে বল?"

নীরদকেশী বামুনপিসীর বক্ষঃস্থল হইতে মাথা তুলিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল "কি বল্‌লে! বিজয়! বিজয়! বিজয় মনুষ্যমধ্যে দেবতা! বিজয় এ আঁধার অবনীতে রত্ন! বিজয় পুরুষকুলের গৌরব! হায় বামুন পিসি! আমি যদি পুরুষ হতেম, তবে আজ তাঁর সঙ্গে গিয়ে, তাঁর দাস হয়ে, তাঁকে এ দেবকার্য্য সাধনে সাহায্য করতেম। আমি সঙ্গে থাক্‌লে তাঁর চরণে একটী কুশাঙ্কুরও বিঁধতো না! আগে কি জান্‌তেম, আমি বিজয়কে এত ভাল বাসি! হায়! এমন দিন কবে হবে যে, বিজয়কে আবার দেখ্‌তে পেয়ে প্রাণ শীতল করব!"

বলিতে বলিতে নীরদকেশী বামুন পিসীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজি নীরদ প্রথমে নিজের মন নিজে বুঝিতে পারিল। আজি বালিকার হৃদয়ের বাঁধ অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহাকে প্রবল স্রোতে ভাসাইল!

হায়! নীরদকেশি! তুমি যাহাকে দেবতা বলিলে, যাহার জন্য চন্দ্র সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, যাহার প্রণয়ে ঐ নীলপদ্মের পবিত্র জলে ক্ষিতিতল সিক্ত করিলে, যদি তাহার প্রকৃত ছবি দেখিতে পাইতে, তবে আজি এ বালির বাঁধ এমন করিয়া ভাসিয়া যাইত না।

বিধাতঃ! তোমার এ সৃষ্টিমধ্যে বিমিশ্র কাঞ্চনের সঙ্গে তাম্রের খাদ এত অধিক দেখিতে পাই কেন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দূরদেশ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে উপন্যাসলেখকগণকেও এই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা মনে করিলে, যেখানে যেরূপ স্থানে ইচ্ছা, পাঠককে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন। অগম্য পর্ব্বত প্রদেশ, প্রহরি-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ, কামানরাশিশোভিত যুদ্ধক্ষেত্র, অনাবৃত-বদনা অঙ্গনাকুলের অন্তঃপুর, কোথাও যাইতে আজি পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগকে আপত্তি করা হয় নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের কবি, আরব্য উপন্যাসের পরীর মত মেঘে চড়িয়া, চাঁদে উঠিয়া ও বাতাসে উড়িয়া, নিমেষমধ্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে উপস্থিত হইতে পারেন বলিয়া ইদানীন্তন বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব আমরাও আজি সেই স্বাধীনতা প্রভাবে ও পূর্ব্ব কবিগণের দৃষ্টান্ত অনুসারে পাঠককে একবার বিলাসপুর হইতে দূরদেশে, বিজয় ও ভজহরি শর্ম্মার সন্নিধানে, লইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তিনি বিলাসপুরে বসিয়া থাকুন, আমরা ফিরিয়া আসিয়া আবার সাক্ষাৎ করিব।

এখনও সন্ধ্যা হইতে একটু বিলম্ব আছে। একটী নির্জ্জন পর্ব্বত প্রদেশের প্রস্তরময় বক্ষে ক্ষীণ স্রোতস্বতীর শীতল শুভ্র ধারা মৃদু সঙ্গীত করিতে করিতে মৃদু গতিতে বহিতেছে! যেন শিলাতলের পাষাণ বক্ষ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা নাই! পার্শ্বে পরেশনাথ তীর্থে যাইবার পথ। স্থানটী নিস্তব্ধ, জনশূন্য। কেবল কখন কখনও দুই চারি জন তীর্থযাত্রী তামাক টানিতে টানিতে ও মাটীতে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে ক্লান্ত পদে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। অনতিদূরস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে ক্বচিৎ বালকের চীৎকার ও রমণীর তিরস্কারের অস্ফুট শব্দ শুনা যাইতেছে। পথিপার্শ্বে ভজহরি শর্ম্মা কোমরে একখানি চাদর জড়াইয়া ও মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, একটী ছোট হুঁকা হস্তে লইয়া একাগ্রচিত্তে ধুম্রপান করিতেছেন। তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া বিজয় বিষণ্ণ মনে কি চিন্তা করিতেছেন। দুই জন পথিক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ভজহরি তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "তার সন্দেহ কি? বলি ও ঘোষের পো! বড় যে মাশুল না দিয়ে চলে যাচ্চ?"

পথিকদ্বয় বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া ভজহরিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ সে অগ্রসর হইয়া বলিল "মহাশয়! আপনারা?"

ভজহরি বলিলেন "বলি তীর্থ করতে এসে দেবতা ব্রাহ্মণ চিন্‌তে পার না? সে যাহোক কল্‌কেটার উপর একটু আগুন দিয়ে যাও দেখি?"

পথিক প্রণাম করিয়া, ভজহরির কলকের উপর আগুন ঢালিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। ভজহরি পুনরায়

একাগ্রমনে ধূম্রপান করিতে করিতে কহিলেন "তার সন্দেহ কি? এও কি হয় বিজয় দাদা! এতদূরে এসে পরেশনাথ তীর্থটা না দেখে যাওয়া হতে পারে?" বিজয় উত্তর করিলেন "পিতার কাছে অঙ্গীকার করে এসেছি যে দুই মাসের মধ্যে বিলাসপুরে ফিরে যাব। আজ চারি দিবস হ'ল দুই মাস অতীত হয়েচে! বিশেষতঃ নীরদকেশীর বিদায়কালের সে রূপরাশি বারম্বার মনে উদয় হ'য়ে, মনকে বড়ই ব্যাকুল করচে। নীরদকেশীর সঙ্গে পরিণয় আমার অদৃষ্টে কি আছে?"

ভজহরি বলিলেন "যখন ভজহরি শর্ম্মার পরামর্শ গ্রহণ করেচ, তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ কি? আমরা বিলাসপুরে উপস্থিত হবামাত্রেই জনরব রটনা করে দিব যে, নবাব এক দিন সন্ধ্যার সময় নৃত্য গীতে মত্ত ছিলেন, এমন সময় কোন্ দেশ থেকে দুই জন রাজপুত্র এসে তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলে। ছোট রাজকুমার পরাস্ত হল বটে, কিন্তু বড় রাজকুমারের বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে পাপাত্মা যবন পরাজিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েচে! তার সন্দেহ কি?"

বিজয় উত্তর করিলেন "এরূপ অসম্ভব কথায় নারীসমাজেও আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হ'তে হবে।"

ভজহরি কহিলেন "দাদা! ভবিষ্যতে কি হবে, সে চিন্তায় অকারণ চিন্তিত হচ্চ কেন? প্রথমতঃ ভজহরি শর্ম্মার বুদ্ধির উপর যে আর কারও বুদ্ধি খাটবে, তার কোন সম্ভাবনা নাই। তার সন্দেহ কি? দ্বিতীয়তঃ যদিও বিবাহের পর প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, কথাটা মিথ্যা, আমার মতে তাতে তোমার কোন ক্ষতিই হবে না! অবলা স্ত্রীজাতিকে ফাঁকি দেওয়া বুদ্ধিমান্

লোকের কাছে অতি সামান্য কথা! জানতো, আসবার সময় তোমার রাঙাদিদি হেন বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে কেমন দুটো মিষ্ট কথা ব'লে, একবার বিনোদলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে এলেম ? তার সন্দেহ কি? দাদা! বুদ্ধিতে হাতী বশ হয়!"

বিজয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "অদৃষ্টে যা আছে, হবে! যদি বিলাসপুরে প্রত্যাগমন করে, নীরদকেশীকে লাভ করবার আশায় নিরাশ হই, তবে সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে অবশিষ্ট জীবন যাপন কর্‌ব। তবে আর এখানে বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই। যদি নিতান্তই একবার পরেশনাথ দর্শন করতে যেতে হয়, তবে চল আজ রাত্রেই যাওয়া যাক্।"

"তার সন্দেহ কি ? আজ এমন সুন্দর পূর্ণিমা রাত্রি! তবে চল বাসায় গিয়া যাবার উদ্যোগ করা যাক্!"

নবম পরিচ্ছেদ।

দেবী না মানবী ?

সন্ধ্যার পর ভজদাদাকে সঙ্গে লইয়া, ভৃত্যগণকে বাসাতেই থাকিতে অনুমতি করিয়া বিজয় পরেশনাথ দর্শনে চলিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর মাত্র আসিয়াই দেখিলেন, একটি অনতিক্ষুদ্র পর্ণশালা হইতে বহুসংখ্যক রমণী হাসিতে হাসিতে, অতি উচ্চ,

অতি মধুর কণ্ঠে গীত গাইতে গাইতে, তাঁহারা যে দিকে যাইতেছিলেন, সেই দিকে চলিল। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া শুনিতে শুনিতে চলিলেন, বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়া সকলের পুলকময় কণ্ঠস্বর একত্রে মিশিয়া জ্যোৎস্নাময় আকাশ প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিল। তাঁহারা নীরবে ধীরে ধীরে রমণী-গণের পশ্চাতে চলিলেন। এত স্ত্রীলোক একত্রে সম্মিলিত হইয়া কোথায় যাইতেছে, জানিবার জন্য ভজহরির বড়ই কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু তাহাদের সঙ্গীতে বাধা দিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা গীত বন্ধ করিয়া একস্থানে দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটী যুবতী আপন করস্থিত মৃণ্ময় পাত্র হইতে স্তূপাকার পুষ্প-স্তবক ও পুষ্পহার লইয়া এক এক ছড়া মালা ও দুই চারিটা ফুলের স্তবক সকলের হাতে দিল ও নিজে এক হস্তে মিষ্টান্ন-পূর্ণ কদলীপত্র ও অপর হস্তে বারিকুম্ভ ও পুষ্পরাশি লইয়া, পুনরায় গীত আরম্ভ করিয়া চলিল। ভজহরি অবকাশ পাইয়া, আর কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া, যুবতীর পার্শ্বে গিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় যাবে গা?" যুবতী সেই হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি, অলৌকিক মূর্ত্তি সহসা পার্শ্বদেশে বিরাজমান দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি বিস্ময় সম্বরণ করিয়া কহিল "আজ পূর্ণিমার নিশি, তাই আমরা আমাদের দেবীকে পূজা করতে যাচ্ছি! আমরা প্রতি পূর্ণিমারাত্রিতে এইরূপে সকলে একত্রিত হয়ে দেবীর পূজা দিতে যাই। আমাদের দেবী ফুল বড় ভাল বাসেন। তুমিও যদি তাঁকে পূজা দিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদের সঙ্গে

চল। তোমার সঙ্গে ইনি কে? ইনিও কি দেবীদর্শনে যেতে চান? তবে তোমরা দুজনে এক এক ছড়া মালা লও। না! না! তোমরা বিদেশী লোক, তোমরা ভক্তি করতে জাননা, তোমাদের গিয়ে কাজ নাই। তোমাদিগকে দেখ্‌লে, দেবী হয় ত আমার উপর রাগ করবেন। হয় ত তোমাদিগকে দেখে তিনি ভয় পাবেন।"

ভজহরি কহিলেন "না, আমরা যথোচিত ভক্তি সহকারে তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দিব। তিনি আমাকে দেখ্‌লে কখনই তোমার উপর বিরক্ত হবেন না, বরং খুসী হবেন। তার সন্দেহ কি?" যুবতী কহিল "তবে কেবল দূর হ'তে তাঁকে দর্শন করিও! দূর হ'তে তাঁকে এই পুষ্পহার উপহার দিও। তাঁকে যেন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের দেবী কোন্ দেবী? তাঁর মন্দির এখান হ'তে কত দূর?"

যুবতী হাস্য করিয়া উত্তর করিল "আমাদের দেবী কি মন্দিরে থাকেন? যে তাঁকে ভাল বাসে, ভক্তি করে, তাঁর মনই তাঁর মন্দির! ঐ দেখ, দেবী আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় ঐ শৈল খণ্ডের উপর অপেক্ষা করচেন!"

সহসা বিজয় চমকিত ও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, পূর্ণ-চন্দ্রালোকে, সেই প্রাণিহীন, শব্দশূন্য প্রদেশে শারদকৌমুদী-বিধৌত শৈলখণ্ডের উপর এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা! প্রথমে তাঁহার বোধ হইল, মূর্ত্তি প্রস্তরময়ী, কিন্তু অগ্রসর হইবামাত্রেই সে ভ্রম দূর হইল। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির বর্ণ কৌমুদী-দীপ্তিতে এমন সজীব সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত হয় না!

মনুষ্যের হস্তনির্ম্মিত প্রতিমায়, অধরে, ললাটে, গণ্ডদেশে, গ্রীবায়, উরসে, শ্রোণীতে, এমন পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব! পাষাণ-মূর্ত্তি এমন সরল, এমন উজ্জ্বল, এমন পূর্ণায়তন, এমন প্রীতিময় কটাক্ষে চাহিতে পারে না! এমন আলুলায়িত চিকুরদাম, এমন করিয়া হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, এমন করিয়া গণ্ডস্থল, উরস, নিতম্ব চুম্বন করিতে করিতে, এমন করিয়া চরণতলে পড়িয়া লুটায় না! এমন মৃদু এমন মধুর হাসি জ্যোৎস্নার সঙ্গে এমন মধুরভাবে মিশে না!

রমণীগণ দেবীর নিকটে আসিয়া গীত গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দেবী কাহারও গলা ধরিয়া, কাহারও হাত ধরিয়া, কাহারও মুখচুম্বন করিয়া, আদর করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই বহুসংখ্যক রমণী একে একে দেবীকে পুষ্পহারে ভূষিত করিয়া, আহার্য্য ও পানীয় তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, একে একে দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া, পূর্ব্বের মত গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল। দেবী প্রীতিবিস্ফারিত কটাক্ষে হাস্যমুখে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। বিজয় ও ভজহরি আজি এ দেবী দর্শনে মুগ্ধ ও মন্ত্রাহত! তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেবীর নিকটে আসিলেন। বিজয় দেবীর চরণতলে পুষ্পহার নিক্ষেপ করিয়া যুক্তকরে বলিলেন "দেবি। আজ আমার নয়ন সার্থক হ'ল, জীবন পবিত্র হ'ল, তীর্থযাত্রা সফল হ'ল! দয়া ক'রে আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর।"

অকস্মাৎ দেবীর মুখমণ্ডলে ভাবান্তর উপস্থিত হইল! প্রীতি-বিস্ফারিত, পূর্ণায়তন কটাক্ষ সঙ্কুচিত হইয়া ভূমিতলে পড়িল! প্রীতিময় বদন উষাপদ্মের ন্যায় ঈষৎ আরক্তিম হইল! আর সেই পুষ্পরাশিভূষিত, সৌন্দর্য্যময়, সুদীর্ঘ বপু আকস্মিক বসন্ত-সমীর-সঞ্চালনে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় ঈষৎ কম্পিত হইল!

ভজহরিও বিজয়ের মত পুষ্পহার নিক্ষেপ করিয়া করযোড়ে বলিলেন "তার সন্দেহ কি? আমরা যখন এত দূরদেশ থেকে এসে আপনাকে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই প্রসন্না হবেন!"

দেবী চঞ্চল চরণে শৈলখণ্ড হইতে অবতরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন! বিজয় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "চল, আজ আর পরেশনাথ দর্শনে কাজ নাই! বলতে পার, ইনি সত্য সত্যই কি দেবী, না মানবী?"

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবীর পরিচয়।

বিজয় সে রাত্রি কিরূপে যাপন করিলেন, বলিতে পারি না। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ভজদাদাকে ডাকিলেন। তখনও ভজদাদার গম্ভীর নাসিকাধ্বনিতে ক্ষুদ্র পর্ণশালা কম্পিত হইতেছিল। অনেক বার ডাকিয়া ভজহরির কোন উত্তর না পাইয়া, বিজয়

আপন ভৃত্যগণকে আহ্বান করিয়া ভজহরির চৈতন্য বিধানে সাহায্য করিতে বলিলেন। অনেক ডাকাডাকি ও অনেক হাকাঁহাঁকির পর, বিজয়ের ভৃত্যগণের বংশযষ্টি ও করকমলের বিবিধ বিধানে স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া অবশেষে ভজহরি শর্ম্মা সংজ্ঞা লাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন ও উঠিয়া বসিয়া চারিদিক শূন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন, কিন্তু দেখিতে পাইতেছেন না। বিজয়ের উচ্চহাস্যে তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি চক্ষু মুছিয়া দুই চারি বার হাই তুলিয়া বলিলেন "তার সন্দেহ কি? এ স্বপ্নমাত্র!"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি স্বপ্ন, ভজ দাদা?"

"আর সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? এমন সুখেও ব্যাঘাত করতে হয়? আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, যেন উত্তম সজ্জা করে, হাতে যষ্টি লয়ে ও মাথার পাগড়ি বেঁধে এক সুন্দর নিধুবনে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে যেন অনেকগুলি স্ত্রীলোক রাসলীলার গীত গাইতে গাইতে আমার সন্নিকটে উপস্থিত হ'ল। তারা আসবামাত্রেই আমি যেন কৃষ্ণরূপ ধারণ করলেম। হঠাৎ হাতের লাঠি বাঁশী হয়ে উঠ্‌ল। মাথার পাগড়ি যেন চূড়া হ'য়ে উঠ্‌ল। কোমরের চাদর পীত ধড়া হ'ল! তার সন্দেহ কি? আমি যেন ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে দাঁড়্যে, মুচ্‌কি হেসে, বাঁশীতে ফুঁ দিলেম। তখন সেই রমণীগণের মধ্যে একজন যুবতী যেন রাধিকা হ'য়ে আমার বাম পাশে দাঁড়াল। আর সকলে গোপিনী বেশে আমাকে ও আমার রাধিকাকে ঘিরে, আমার সঙ্গে রাসলীলা আরম্ভ করলে! আমি তাদের সেই রাসলীলার রঙ্গভঙ্গে, আর তাদের সেই কোমল

করস্পর্শে যে কি সুখ অনুভব করছিলেম, তা আর তোমাকে কি প্রকারে বোঝাব দাদা !"

"তবে আমার বোধ হয় এইখনে তোমার অদৃষ্টে কৃষ্ণ-লীলাটাও ঘটে যাবে।"

"তা হতেও পারে, স্ত্রীয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্! তার সন্দেহ কি ?"

"তবে এখন চল, একবার গত রাত্রের সেই বিচিত্র দেবীর বিষয়টা অনুসন্ধান করা যাক্ !"

"সে প্রায় এখান হ'তে এক ক্রোশ দূর ! আহারাদির পর গেলে ভাল হয় না ?"

"সেখানে যেতে হবে না। কাল রাত্রিতে যে কুটীর হতে স্ত্রীলোকগণ গীত গাইতে গাইতে বাহির হয়েছিল, বোধ হয় সেইখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সমস্ত জানতে পারা যাবে।"

ভজদাদা বিজয়ের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন "তামাক খাওয়া হয় নাই যে !"

বিজয় বলিলেন "তামাক খাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? সে বাটী তো এই সম্মুখে ! ফিরে এসে তামাক খেলেই হবে !"

ভজহরি ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার মনে একটা বড় খটকা রহিল। কেননা তাঁহার বিশ্বাস যে, কোথাও যাত্রাকালে ধূমপান করিয়া যাওয়া শুভযাত্রার লক্ষণ। বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি তামাকু সেবন না করিয়া কখনও গৃহের বাহির হন নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন "না জানি অদৃষ্টে আজ কি আছে।" তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই

কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। গত রাত্রে যে যুবতী তাঁহাদিগকে দেবী-দর্শনে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, সে একটী গাভী লইয়া কুটীর হইতে বাহিরে আসিল। বিজয় তাহার সম্মুখীন হইয়া, কি বলিয়া প্রশ্ন করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় যুবতী তাঁহা-দিগকে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল "তোমরা কি জন্য এসেছ, তা আমি জানি। বল্‌ব? গত রাত্রে আমাদের দেবীকে দেখে তাঁর কথা জান্‌তে তোমাদের কৌতূহল জন্মেছে। তাই তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছ! না?"

বিজয় উত্তর করিলেন "তোমাদের দেবীর পরিচয় দিয়ে আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর।"

যুবতী হাস্য করিয়া বলিল "পরিচয়? দেবীর আবার পরিচয় কি? তিনি আমাদের দেবী, আমরা তাঁকে ভক্তি করি, পূজা করি। তিনি আমাদিগকে দয়া করেন, বিপদে রক্ষা করেন, তাঁর অন্য পরিচয় আমরা কি জানি?"

বিজ। তিনি সত্য সত্যই কি দেবী না মানুষী?

যুব। মানুষী! মানুষীর কি কখনও এমন রূপ হ'তে পারে? মানুষী কি এত দয়া করতে জানে? মানুষী কি লোককে সকল রকম বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? আর শোন, আমার স্বামীর একবার বড় শক্ত ব্যারাম হয়। সকলে বল্‌লে, তিনি আর বাঁচবেন না। তাই আমি পরেশনাথের মন্দিরে হত্যা দিই। বাবা পরেশনাথ আমাকে স্বপ্নে ব'লে দিলেন "যে শ্যামা! যদি তুই ঐ দেবীকে ফুল বিল্ব দিয়ে পূজা দিতে পারিস, তবে দেবীর দয়াতে তোর স্বামী বাঁচবে।" আমি তাই

দেবীর নিকটে গিয়ে ফুল বিল্ব দিয়ে তাঁর পূজা করলেম ও তাঁর কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেম। দেবী আমার উপর দয়া কর্‌লেন, আমার স্বামী পুনর্জ্জীবিত হ'ল। আমরা সেই অবধি এই আট বৎসর যথারীতি দেবীর পূজা করে থাকি। প্রত্যহ ফুল বিল্বমালা ও দুধ প্রভৃতি দিয়ে আসি। আর সকলে কেবল পূর্ণিমার রাত্রে যায়, কিন্তু আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যাই। দেবী আমাকে কত ভাল বাসেন, কত দয়া করেন।

বিজ। দেবী কখনও আপন মুখে তোমাকে নিজের পরিচয় বলেন না?

যুব। শোন! অমাদের দেবী কি কথা কন, যে পরিচয় বলবেন? তিনি ছেলেবেলা কথা কইতেন বটে, তখন আমাদের সঙ্গে কত গল্প করতেন, কত গীত গাইতেন। তখন কি আমরা জান্‌তেম যে তিনি দেবী! তখন দেবীর এক মা ছিল। এক দিন কি রকমে তা আমি জানি না, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। সেই অবধি দেবী আর কারও সঙ্গে কথা কন না, যা কিছু বল্‌তে হয় ইঙ্গিতে বলেন। তোমরা যদি আজ আবার আমাদের দেবীর পূজা দিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে যেও।

বিজয় বুঝিতে পারিলেন যে, কোন আকস্মিক শোকে দেবীর বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একটী এইরূপ ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার দেবী-সন্দর্শনে যাইবেন স্থির করিয়া ভজদাদাকে বলিলেন "তবে চল, এখন যাওয়া যাক!"

ভজহরি কহিলেন "তুমি যাও, আমার একটু বিলম্ব আছে।"

বিজয় একাকী দেবীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আপন আবাসস্থানের দিকে চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাসলীলা।

বিজয় চলিয়া গেলে, যুবতীও গাভী লইয়া অপর দিকে চলিল। এই সময় ভজহরি যুবতীর পথরোধ করিয়া বলিলেন "এতো সব গেল বিজয় দাদার কথা। তার সন্দেহ কি? এখন আমি যে জন্য এসেছি তাকি শুনবে না?"

যুবতী বিস্মিত ভাবে ভজহরিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল "কি বল!"

ভজহরি বলিলেন "তুমি ত জানই যে, পরেশনাথের স্বপ্ন কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। তার সন্দেহ কি? তিনি গত রাত্রে আমাকে স্বপ্ন দিয়েচেন যে, আমি যেন কৃষ্ণরূপ ধারণ করে রাসলীলা করচি। এই স্থান যেন বৃন্দাবন, আমি যেন শ্যাম, তুমি যেন রাধিকা, আর তোমার সঙ্গিনীগণ যেন গোপিনীকুল; তা পরেশনাথের আদেশ লঙ্ঘন করলে তোমার ও আমার বড়ই বিপদ ঘটবে। তার সন্দেহ কি?"

যুবতীর সরল মুখমণ্ডলে বিস্ময়চিহ্ন প্রকটিত হইল। সে কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে হাস্য করিয়া বলিল "আচ্ছা! তবে তুমি আমাদের উঠানে গিয়ে দাঁড়াও, আমি গোরুটা বেঁধে এসে গোপিনীগণকে ডাকি!"

ভজহরি সন্দিগ্ধমনে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের পুরুষেরা সব ত বাটীতে আছেন ?"

"তারা এ সময়ে কেহ বাটীতে থাকে না। প্রভাতে উঠে মাঠে কাজ করতে যায়, দুই প্রহরের পর ফিরে আসে।"

ভজহরি প্রীত হইয়া হাস্য করিয়া গদগদ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নামটী কি ভাই ?"

যুবতী বলিল "আমার নাম শ্যামা।"

ভজহরি বলিলেন "বটে ? নামেরও ঠিক ঐক্য হয়েছে ! তার সন্দেহ কি ? আমার নাম ভাই শ্যামচাঁদ।"

শ্যামা গাভী বাঁধিতে গেল। ভজহরি (আজ শ্যামচাঁদ) হৃষ্টচিত্তে কুটীরের নিকটে গিয়া বসিলেন। শ্যামা গাভী বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল "এইখানে একটু অপেক্ষা কর, আমরা এলেম বলে।"

একটু পরে একটী আট দশ বৎসরের বালিকা ভজহরির নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "ওগো শ্যামচাঁদ ! গোপিনীরা সকলে রাসলীলার সজ্জা ক'রে, রাধিকাকে লয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করচে। তুমি শীগ্‌গির এস।"

"কোথায় তারা সব ?"

"এই দুয়ারের ভিতর দিয়ে আমাদের উঠানে এস, দেখতে পাবে।"

ভজহরি দুয়ারের পার্শ্বে গিয়া একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন। এ বাটীতে যে একটীও পুরুষ মানুষ আছে, এমন বোধ হইল না। তিনি আশ্বস্ত হইয়া হাস্য করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র একজন দ্বার

বন্ধ করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, দশ বার জন রমণী সারি দিয়া, শ্যামাকে সম্মুখে লইয়া, হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহাদের সজ্জা দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও ভীত হইয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, সকলেরই চুল এলো, কোমর বাঁধা ও সকলেরই হাতে এক একটী অতি বৃহৎ, অতি জাঁকাল, দীর্ঘ সম্মার্জ্জনী! তাহারা সকলে হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল "তবে শ্যামচাঁদ! একবার উঠে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীম হ'য়ে, তোমার রাধিকাকে বামপাশে ল'য়ে দাঁড়াও ত; আমরা তোমার রাসলীলা আরম্ভ করি। ওলো! তুই কি রকম বিন্দে দূতী! রাসলীলা আরম্ভ করনা!"

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই শেষ কথাটী বলা হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল "কি রকম করে আরম্ভ করতে হবে ভাই বলে দাও।"

"মরণ আর কি? যেন কিছু জানেন না! সে দিন সেই জঙ্গলী ষাঁড়টা যখন শামার ধবলী গাইয়ের জাব কেড়ে খেতে এসেছিল, তার সঙ্গে কি রকম রাসলীলা করা হয়েছিল মনে নাই?"

রমণীমণ্ডলী মধ্যে বড় একটা হাসির গটরা পড়িয়া গেল। "তবে শ্যামচাঁদ! আর মিছে দেরি করে কাজ নাই, উঠে দাঁড়াও ভাই!" এই বলিয়া একজন ভজহরি শর্ম্মার কাণ ধরিয়া দাঁড় করাইল। তখন গোপিনীগণ সকলে ভজহরির মুখের কাছে ঝাঁটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্বরে গীত আরম্ভ করিল ও মধ্যে মধ্যে তালে তালে ভজহরির পৃষ্ঠে ও মস্তকে যথাশক্তিতে

ও যথাশব্দে এক এক বার সম্মার্জ্জনীসমূহ পড়িতে লাগিল। ভজহরি বিস্মিত ও বাক্‌শূন্য হইয়া, কোন্ দিক্ দিয়া পলাইবার পথ পাওয়া সম্ভব, তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পথ কোথায়, গোপিনীকুল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে বাহির হইতে কে সজোরে দ্বারে করাঘাত করিয়া, পুরুষ মানুষের স্বরে বলিল "ও শামা! শীঘ্র দুয়ার খুলে দে।"

শ্যামা বলিল "ও ঠাকুর ঝি! অই শোন্, আয়ান ঘোষ এসেছে!"

একজন স্ত্রীলোক দুয়ার খুলিয়া দিতে গেল, সুতরাং একটু ফাঁক পাইয়া ভজহরি তাহার মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। "ধর! ধর! রাসলীলা ভঙ্গ করে, শ্যামচাঁদ পলায় যে!" বলিয়া স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। কিঞ্চিৎ দূর গিয়া ভজহরি শর্ম্মার জ্ঞান হইল, যে, যে দিকে তাঁহাদের বাসা, সে দিকে না গিয়া তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছেন। কিন্তু তিনি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন যে, পথের উপর রমণীগণ সজ্জীভূতা হইয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া হাস্য করিতেছে। সুতরাং আর সে দিকে ফিরিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া দৌড়িতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাখী মারা।

আজ কয়েক দিন হইতে বিজয় বড়ই অন্যমনস্ক। সময়ে সময়ে স্নান আহার করেন না, সময়ে শয়ন করেন না, স্নান করিয়া আহ্নিক করিতে ভুলিয়া যান, ভোজন করিতে বসিয়া অর্দ্ধাশনের পরেই আচমন না করিয়া উঠিয়া পড়েন। গদাকে ডাকিতে হরেকে ডাকেন, রাম সিংকে বাহাদুর সিং বলেন। কাল পাচক ব্রাহ্মণকে গোলাপের মা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া যান। ভৃত্যগণ অনেকে অনেক কথা বলে, অনেক কানাকানি করে, কিন্তু প্রায় সকলেরই মত, যে ভজহরির অন্তর্ধানই ইহার প্রধান কারণ, কেননা আজ তিন দিন হইল ভজহরির কোন সন্ধান নাই। বিজয় চিন্তিত হইয়া ভৃত্যবর্গকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কোন সন্ধান দিতে পারিল না। অতএব বিজয় স্বয়ং ভজদাদার সন্ধানে বাহির হইলেন। বাসা হইতে কিঞ্চিৎ দূর গিয়া তিনি ভৃত্যগণকে বলিলেন "তোরা এই দিকে ভাল করে অন্বেষণ কর, আমি অন্য দিকে শিকার করতে যাই।"

তিনি বাল্যকাল হইতে শিকার করিতে ভাল বাসিতেন ও শিকারে তিনি যে বিলক্ষণ দক্ষ, তাহা সকলেই জানিত। কিন্তু আজি একাকী এ অরণ্যমধ্যে বন্দুক বারুদ ব্যতিরেকে কি

প্রকারে শিকার করিতে পারিবেন, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। তাহারা বলিল "তবে আপনার বন্দুক বারুদ প্রভৃতি—"

বিজয় উত্তর করিলেন "আমি কি কোন হিংস্র জন্তু শিকার করতে যাচ্চি যে, সঙ্গে লোকজন ও বন্দুক প্রভৃতির আবশ্যক। আমি এই জঙ্গলের মধ্যে পাখী মারতে যাব। আমি একাকী যাই, তোরা ভজদাদার অন্বেষণ কর।"

ভৃত্যগণ প্রভুর আদেশ মত ভজহরির অনুসন্ধানে চলিল, কিন্তু প্রভু বিনা বারুদে কেমন করিয়া পাখী মারিবেন তাহারা স্থির করিতে পারিল না।

সে দিবস যে শৈলখণ্ডের উপর দেবীর প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, বিজয় তাহার নিকটে গিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তিনি দেখিলেন, সেই নির্জ্জন শৈলতলে, বনফুল-শোভিতা, আলুলায়িত-কুন্তলা দেবী একাকিনী একটী কদম্বতরুর নীচে দাঁড়াইয়া, নির্ঝরসলিলে চরণ প্রক্ষালন করিতেছেন। নির্ঝরিণী দেবীর চরণসমীপে আসিয়া কুলকুল রবে, অসীম পুলকে, বিস্ফারিত হৃদয়ে, দেবীর চরণ ধৌত করিয়া আবার ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। কদম্বতরু শত বাহু বিস্তার করিয়া আনন্দে দুলিতেছে ও মধ্যে মধ্যে নিঃশব্দে দেবীর চরণ পার্শ্বে এক একটী ফুল ফেলিয়া দিতেছে। তাহার শাখায় বসিয়া কপোত-দম্পতী একমনে, মধুর তানে দেবীকে প্রেমগীতি শুনাইতেছে। দেবী চরণতল হইতে ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে স্রোতে ভাসাইয়া নির্ঝরিণীর প্রেমের প্রতিদান দিতেছেন।

প্রথম সন্দর্শনের পর দেবীর সঙ্গে বিজয়ের আরও দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাক্ষাতে বিজয় কিরূপে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কোন্ স্তোত্রে তাঁহার প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু দেবী যে তাঁহার উপর প্রীতা ও প্রসন্না হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা বিজয় দেবীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, আজ এই সময়ে এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাই দেবী তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিজয়কে দেখিতে পাইয়া দেবী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। বিজয় ভূমিতলে জানু পাতিয়া দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া, করস্থিত কুসুমমালা দেবীর চরণতলে রাখিলেন। দেবী চরণতল হইতে কুসুমহার তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া গলায় পরিলেন। দেবি! কি করিলে? দেবী হইয়া মানুষের ছলনায়, পাপাত্মার প্রবঞ্চনায় ভুলিলে! সুরবালা হইয়া নারকীর কপটতায় মোহিতা হইলে! কুসুমহার ভ্রমে কালফণী হৃদয়ে ধরিলে!

দেবী ও বিজয় উভয়ে নির্ঝরিণীতীরে আসিয়া বসিলেন। তখন বিজয় মধুর ভাষায় প্রীতি সম্ভাষণে দেবীর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কত পবিত্র প্রীতির আশা, কত অবিচ্ছিন্ন প্রেমের কল্পনা, কত ভাবী সুখের নিশ্চয়তা, কতই উজ্জ্বল বর্ণে দেবীর হৃদয়ে চিত্রিত হইতে লাগিল! সেই বহুযত্নে রচিত, বহু দিনে অভ্যস্ত, মার্জ্জিত, মধুর ভাষা দেবী মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া শুনিতে লাগিলেন! আমরা সে কপটচারীর কপট ভাষা উদ্ধৃত করিয়া এ ক্ষুদ্র গল্পের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

তাঁহারা দেখিলেন শ্যামা গীত গাইতে গাইতে সেই দিকে আসিতেছে। বিজয় সেখান হইতে উঠিয়া বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী ইঙ্গিতে বিজয়কে সেইখানেই বসিয়া থাকিতে বলিলেন, বিজয় তাহা দেখিতে পাইল না। শ্যামা আসিয়া দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া পার্শ্বে বসিল। দেবী শ্যামাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শ্যামা বলিল "দেবি! আমি আপনাকে মার মত ভক্তি করি, ভাল বাসি, আপনি তবে আমার কাছ থেকে কথা গোপন করেন কেন?"

দেবী হাস্য করিয়া যে দিকে বৃক্ষান্তরালে বিজয় দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। শ্যামা বুঝিতে পারিল যে, দেবীর কোন কথা গোপন করিবার ইচ্ছা নাই। সে উত্তর করিল "আমি সব জানি। কাল সন্ধ্যার সময় বিদেশী যুবা আপনাকে যে সকল কথা বলেছে, আমি সকলি শুনেছি। কিন্তু আপনি কি দেবী হ'য়ে মানুষের ছলনায় ভুলবেন?"

দেবী চমকিত ভাবে, বিস্মিত নেত্রে, শ্যামার মুখ পানে চাহিলেন। শ্যামা বলিতে লাগিল "আপনি আমার কথায় আশ্চর্য্য জ্ঞান করচেন, কিন্তু একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখুন, ইনি বিদেশী, কতদূরে থাকেন তার ঠিক নাই। যদি সেখানে গিয়ে আপনাকে ভুলে যান?" দেবী আবার শ্যামার দিকে তিরস্কারসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিয়া মাথা হেলাইলেন। যেন বলিলেন "ছি! এমন কথাও মনে স্থান দিতে আছে? এ অসম্ভব!"

শ্যামা পুনরপি কহিল "দেবি! আমার বিবেচনায় আপনার সাবধান হওয়া উচিত। এই বিদেশী যুবকের কন্দর্পের মত রূপ দেখে ভুলবেন না। আমি বলি, আর আপনি এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না!"

শ্যামা দেখিল, দেবীর বিশাল উজ্জ্বল নয়নে বারিবিন্দু দেখা দিল। ক্রমে সেই বারিবিন্দু ধারায় পরিণত হইয়া দেবীর গণ্ডস্থল উরস প্লাবিত করিতে লাগিল। শ্যামা বিষণ্ণা ও ব্যথিতা হইয়া দেবীর চরণ ধারণ করিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল "দেবি! জননি! না জেনে, না বুঝে, অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন। আপনি দেবী, আর আমি মানুষী, আমার কি সাধ্য যে আপনার ভ্রম বুঝতে পারি? হায়! আমার কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল? আপনি যাকে দেখে শুনে আপনার উপযুক্ত জ্ঞান করেচেন, তিনিও দেবতা। আমি অভাগিনী কেন তাঁর নামে কলঙ্ক আরোপ করলেম? দেবি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

দেবী শ্যামাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে তাহার মুখমণ্ডল সিক্ত করিতে লাগিলেন। শ্যামা বলিতে লাগিল "দেবি! আজ থেকে এ বিদেশী যুবককে দেবতা জ্ঞান করব। আপনি ইহাঁকে বিবাহ করুন। আপনার যদি অমত না হয়, আমরা আজই আপনার সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ দিব।"

দেবী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, শ্যামার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া তাহাকে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন। শ্যামা বলিল "তবে আমি যাই, তাঁকে আপনার নিকটে লয়ে আসি।" শ্যামা এই বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া বৃক্ষান্তরালে বিজয়ের নিকট

গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল "ছি! ছি! তুমি আমার দেবীর মন চুরি ক'রে পাল'য়ে এসে, এখানে লুকিয়ে রয়েছ! এস, এস, দেবী তোমাকে ডাক্‌চেন।"

শ্যামা বিজয়ের হাত ধরিয়া লইয়া আসিয়া তাঁহাকে দেবীর নিকটে বসাইয়া বলিতে লাগিল "শোন! তোমাকে সুখের সংবাদ বলি। আজ তোমার সঙ্গে আমরা দেবীর বিবাহ দিব।"

বিজয় বিবাহের নাম শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিবাহে তাঁহার অন্য কোন আপত্তি নাই, কেননা এ নির্জ্জন দেশে, এ জঙ্গল মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইলে কে জানিতে পারিবে? আর জানিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সঙ্গে শাস্ত্রমত বিবাহ হইলে তাঁহাকে তো ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বিবাহ? তোমাদের এ দেশে বিবাহ কি প্রকারে হয়ে থাকে?"

"আমরা সকলে আজ একত্রিত হয়ে নৃত্যগীত ও আমোদ, প্রমোদ করব, তার পর ফুলের মালা বদল ক'রে, তুমি আমাদের দেবীকে বিবাহ করবে। তার পর আমরা বর কন্যার জন্য ফুলের শয্যা, ফুলের বাসর নির্ম্মাণ করব। হায়! আজ কি সুখের দিন! আমাদের যেমন দেবী, পরেশনাথ তেমনি তার উপযুক্ত বর এনে দিয়েচেন! তবে যাই আর সকলকে ব'লে বিবাহের উদ্যোগ করিগে।" শ্যামা এই বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া গীত গাইতে গাইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বিজয় এরূপ বিবাহে কোন আপত্তি দেখিলেন না। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "তার সন্দেহ কি? পাখী মারাই বটে!"

বিজয় দেখিলেন পশ্চাতে ভজদাদা দণ্ডায়মান।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কোরকে কীট।

বিজয় ভজহরির সঙ্গে আপন আবাসস্থানের দিকে প্রত্যা-গমন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি যে তোমার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর ঠিক নাই।"

ভজহরি বলিলেন "আমি কি আর এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেম? আমি কি জানতেম না যে, শ্রীকৃষ্ণ বিনা অর্জ্জুনের যেমন দশা ঘটেছিল, ভজহরি শর্ম্মার বিরহে বিজয়দাদার দশা সেইরূপ হবে? কিন্তু হঠাৎ এমন অন্তর্ধান না হলে, আজি তোমাকে এ সুসংবাদ কে এনে দিত বল দেখি?"

"সুসংবাদটা কি শুনি?"

"যে বিষয়ের জন্যে এত দিন উৎকণ্ঠিত ছিলে, বিধাতা স্বয়ং তা পূর্ণ করেচেন। আমি রাজনগর নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে শুন্‌লেম, গত শনিবার বজ্রাঘাতে নবাব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েচেন!"

বিজয় ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্য করে বল এ কথা তোমার কপোলকল্পিত না সত্য?"

ভজ। যখন কথাটা এত দূর রাষ্ট্র হয়ে পড়েচে, তখন কখনই মিথ্যা হতে পারে না। তবে আর এখানে পড়ে থেকে, বৃথা কালহরণ করবার প্রয়োজন কি? এখনি বিলাসপুরে ফিরে যাবার উদ্যোগ করা যাক।

বিজ। এত শীঘ্র হঠাৎ এ স্থানে পরিত্যাগ করা কি প্রকারে সম্ভব ?

ভজ। এমন সুসংবাদ পেয়েও এ জঙ্গল মধ্যে প'ড়ে থাকা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। এখন এ স্থান যত শীঘ্র পরিত্যাগ করা যায় ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। তার সন্দেহ কি? আর আমি ভৃত্যগণকে শিখ্য়ে দিয়েছি, যে বিলাসপুরে গিয়ে বজ্রাঘাতের কথা প্রকাশ না ক'রে বলে যে, ভজহরির মুষ্ট্যাঘাতে নবাব পঞ্চত্ব পেয়েছে। কেমন দাদা! ভজহরির বুদ্ধির পরিচয় পেলে তো? কিছু বল্‌চ না যে? উত্তম পরামর্শ কি না?

বিজ। পরামর্শ উত্তম, কিন্তু এতশীঘ্র কোন ক্রমেই যাওয়া হ'তে পারে না।

ভজহরি বিজয়কে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি আজ এ স্থান পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া, আগামী কল্য সন্ধ্যার পর যাত্রার সময় নিরূপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একটা বড় আশঙ্কা রহিল, পাছে সে দিবসের রাসলীলার গোপিনীরা আবার তাঁহার সন্ধান পায়। অতএব যে দুই দিন যাওয়া না হয়, কোন মতেই বাসার বাহিরে আসিবেন না স্থির করিয়া, তামাক, টিকে ও হুঁকা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল নিকটে আনিয়া, পাগড়ি খুলিয়া ও লাটি রাখিয়া, তাকিয়া ঠেস দিয়া বিছানার উপর গম্ভীরভাবে বসিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিজয় দেবীসন্দর্শনে গিয়া পরদিন ফিরিয়া আসিলেন। লেখনী লিখিতে চায় না, সেই রজনীতে

বিজয়ের সঙ্গে দেবীর বিবাহ হইয়াছে। তিনি সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। ভজহরিকেও কিছু বলিলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। এই জঙ্গল প্রদেশ পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত। বিজয় একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে ভজহরি আসিয়া বলিল "সব প্রস্তুত, নৌকায় উঠিলেই হয়।"

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি একবার দেবীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করে আসি।" "শেষ সাক্ষাৎ!" দানব-সংহারী বজ্রপাণি! তোমার বজ্র এ সময়ে কোথায় রহিল?

দুরাচার বিজয়ের সঙ্গে দেবীর আর একবার সাক্ষাৎ হইল। জাহ্নবীর পবিত্র সলিল কলুষময় কর্মনাশা আর একবার স্পর্শ করিল। দুরাত্মা দানব আর একবার নন্দনকানন দেখিল। কমলবনে কালফণী আর একবার দেখা দিল। পাঠক! আর এ পাপচিত্র দেখিয়া কাজ নাই। দেবীকে আশ্বাস দিয়া বিজয় বলিয়া গেলেন যে, একমাস পরে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। ইচ্ছা হয়, এইখানে যবনিকা নিক্ষেপ করি, কিন্তু যে জন্য এ ক্ষুদ্র গল্পের অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল। অরুণোদয়ে কৌমুদীবসনা তারামরী নিশার ন্যায় দেবীর প্রীতিময় বদন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। বায়সনখাহত বৃন্তচ্যুত যূথিকার ন্যায় দেবীর সৌন্দর্য্য দিন দিন বিলুপ্ত হইতে লাগিল। শ্যামা প্রত্যহ আসিয়া দেবীকে আশ্বাস দেয়,

দেবী শ্যামার গলা ধরিয়া নীরবে রোদন করেন। ক্রমে শ্যামা বুঝিতে পারিল, যিনি কুসুমকোরকে কালকীটের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর বিধাতা দেবীর নিকটে বিজয়কে আনিয়া দিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চোর ধরা।

আকাশ ঘনঘটায়, বসুধা অন্ধতামসে আচ্ছন্ন! প্রকৃতি যেন আজ সৃষ্টি সংহারে প্রবৃত্তা! মহীরুহশিরে, নদীহৃদয়ে, অবনী-বক্ষে প্রচণ্ডমূর্ত্তি পবন আপন পরাক্রমের পরিচয় দিতেছে! উপর হইতে কে যেন উন্মাদিনী প্রকৃতিকে শীতল করিবার জন্য তাহার শিরোপরি অজস্রধারে বারিবর্ষণ করিতেছে! কে যেন আকাশ হইতে বারম্বার গম্ভীর বজ্রনিনাদে প্রকৃতিকে এ সংহারকার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে আদেশ করিতেছে, যেন সেই অন্ধতামস ভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাহাকে সাবধান হইতে আদেশ করিতেছে!

নদী পার্শ্বে দুই জন রমণী আকাশের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া আছে। এক জনের বক্ষঃস্থলে একটী দুই বৎসরের শিশু নিদ্রিত। সেই ঘোর অন্ধতামসে, সেই সংহারমূর্ত্তি উন্মাদিনী প্রকৃতির চঞ্চল ক্রোড়ে, কেবল মাত্র সেই শিশুর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুপ্ত শিশুর ফুল্ল অধর কখনও যেন অভিমানে

দুলিতেছে, কখনও বিষাদে মলিন হইতেছে, কখনও অতুল আনন্দে স্ফুরিত হইতেছে। কেহ আমাকে বলিয়া দিতে পার, কোন্ মমতাময় কোমল-প্রাণ দেবতা ঘুমন্ত শিশুর সঙ্গে খেলা করে?

রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল "দেবি! বিধাতা আমাদের উপর নিতান্ত বিমুখ। এই একমাস এত স্থানে অন্বেষণ করলেম, এত লোককে জিজ্ঞাসা করলেম, কোন সন্ধানই পেলেম না। অবিরাম পথশ্রমে তোমার কোমল চরণ ক্ষত বিক্ষত হ'ল, বিধুমুখে কালিমা প'ড়ল, কুসুম দেহ শুষ্ক হ'ল, কিন্তু কিছুই করতে পারলেম না। এখন এ অরণ্যমধ্যে, এ প্রলয়ের ঝটিকায়, কোথায় আশ্রয় পাব? হায়! এখন তোমার এ প্রাণের শিশুটীকে কেমন ক'রে বাঁচাব?"

দেবী সাশ্রুনয়নে বারম্বার ক্রোড়স্থিত শিশুর অধর চুম্বন করিয়া নিরাশ নেত্রে আকাশের পানে চাহিলেন। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-আলোকে দেখিলেন, কিঞ্চিৎ দূরে নদীর কিনারায় একখানি ক্ষুদ্র নৌকা নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। তিনি সহসা আশ্বস্ত হইয়া সেই দিকে শ্যামাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। শ্যামা দেখিয়া বলিল "তবে বুঝি বিধাতা এখনও আমাদিগকে একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। নৌকার ভিতরে অবশ্যই লোক আছে। তাদের নিকটে গেলে বোধ হয় সাহায্য পাওয়া যেতে পারবে। চল, ঐ খানে যাই। শিশুকে আমার কাছে দাও। তুমি আমার হাত ধ'রে ধীরে ধীরে চল।"

শ্যামা শিশুকে কোলে লইয়া দেবীর হাত ধরিয়া নৌকার নিকটে গেল। দেখিল, নৌকায় আলো জ্বলিতেছে। শ্যামা

দেবীর হাত ছাড়িয়া দিয়া নৌকার উপরে উঠিল। নৌকার ছইয়ের নীচে দুই জন নাবিক বসিয়া তামাক খাইতেছিল। আর তাহার ভিতরে দীপালোকে বসিয়া একটী সুন্দরী যুবতী একজন যুবাপুরুষের সঙ্গে তাস খেলিতেছিল। তাঁহাদের পার্শ্বে কে একজন একখানি শাদা চাদরে সম্পূর্ণরূপে দেহ আবৃত করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। সুন্দরী হঠাৎ উচ্চ হাস্য করিয়া যুবকের কাণ ধরিয়া বলিলেন "কেমন, হ'ল ত! আর কখনও আমার সঙ্গে বাজি রেখে খেল্‌বে?"

সেই হাসির গট্‌রার সঙ্গে, সেই কোমল কণ্ঠের মধুর আওয়াজের সঙ্গে, নাবিকদ্বয়ের মোটা গলাও মিশিল। কেননা তাহারাও সেই সময়ে হঠাৎ "ওরে চোর! চোর!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্যামা বলিল "ওগো ভয় নাই। আমি চোর নই। একটী কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

স্ত্রীলোকের স্বর শুনিয়া ভিতর হইতে সুন্দরী বলিল "তুমি কে গা? নৌকার ভিতরে এস।"

শ্যামা বলিল "তোমার মাজিরা যে হাত ছাড়ে না।"

নাবিকেরা আর কিছু বলিল না। শ্যামা ভিতরে আসিয়া বলিল "আমরা এই অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টিতে বড় বিপদে পড়ে, তোমাদের নৌকা দেখ্‌তে পেয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা আমাদের কাছে এসে ব'স।"

শ্যামা বাহিরে আসিয়া দেবীকে সঙ্গে লইয়া নৌকার ভিতর প্রবেশ করিল।

বোধ হয় পাঠক চিনিয়া থাকিবেন যে, এই সুন্দরী আমাদের

পূর্ব্বপরিচিতা রাঙা দিদি ও তাঁহার সঙ্গী তাঁহার বিনোদ ঠাকুর পো। ঘটনাচক্রে পড়িয়া রাঙা দিদি বিনোদলাল ও গোলাপের মাকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে-ছিলেন। ভজহরি শর্ম্মাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া, কি কারণে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী এরূপ চঞ্চলা হইয়াছেন, তাহা পাঠক পর পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। রাঙা দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় যাবে ?"

শ্যামা বলিল "বিলাসপুর কোন্ দেশে ? এখান হ'তে কতদূর ? তোমরা জান কি ?"

রাঙা দিদি বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বিলাসপুর ! বিলাসপুরে তোমরা কি জন্যে যাচ্চ ?"

শ্যামা উত্তর করিল "চোর ধরতে।"

রাঙা দিদি হাস্য করিয়া বলিলেন "শুন্‌লে ঠাকুর পো ? লোকের চুরি হ'লে আগে বিলাসপুরে সন্ধান করে। তা তুমি ঠিক অনুমান করেছ, বিলাসপুর যে চোরের আড্ডা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা তোমাদের কি চুরি হয়েছে গা ? সেখানে এক রকম চোর আছে, তারা কেবল পিঞ্জর ভেঙ্গে পোষাপাখী চুরি করে। যদি তোমরা বিলাসপুরে সেই সকল চোর ধরতে চাও, তা হলে আমি সন্ধান দিতে পারব। ঠাকুর পো, কি বল ?"

শ্যামা বলিল "এ চোর আজ তিন বৎসর হ'ল, আমাদের দেবীর অমূল্য হৃদয়রত্ন চুরি ক'রেছে।"

রাঙা। চোরের আকার প্রকার কি রকম, যদি বলে দিতে পার, তবে আমি সন্ধান বলে দিই।

শ্যা। চোরের আকার প্রকারের চেয়ে তার সঙ্গীর আকার প্রকার বল্‌লে সহজে বুঝতে পারবে।

রা। কি রকম?

শ্যা। তার নাম শ্যামচাঁদ। চুলে কলপ, মাতায় পাগড়ি, হাতে লাটি আর পেট———

রাঙা দিদি অকস্মাৎ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "আর বল্‌তে হবে না, সব বুঝেছি! এত দিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে! এত দিনে নীরদের দর্প চূর্ণ হবে! এই শিশুটী তো সেই চোরের ছেলে? দেখি! দেখি! ওমা এই যে! অবিকল সেই চোরের মত মুখ! ঠাকুর পো! এবার আমার বাপের বাড়ী যাওয়া হ'ল না! চল, ফিরে যাই। বিলাসপুরের বড় চোর ধরা পড়বে। তবে আর বিলম্ব কি? মাজিদের বল, নৌকা ফির্‌য়ে ল'য়ে বিলাসপুরে যায়।"

বিনোদ লাল উত্তর করিলেন "সে কি কথা! এখনি আবার বিলাসপুরে কি প্রকারে যাওয়া হতে পারে? আর ভজদাদার নিকটেই বা কি জবাব দেবে?"

"সে জন্য তোমার ভাবনা করতে হবে না, সে বিষয়ের পরামর্শ আমি তোমাকে ব'লে দিচ্চি। মাজিদিগকে বল, যত শীঘ্র পারে বিলাসপুরে নৌকা ফিরয়ে ল'য়ে যায়। হায়! কি শুভক্ষণেই তোমরা আমাদের নৌকায় পদার্পণ করেছিলে!"

শ্যামা ও দেবী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রাঙা দিদির মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভজহরির নিদ্রাভঙ্গ।

আজ তিন বৎসর হইল, আমরা বিলাসপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এই তিন বৎসরে বিলাসপুরে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। বিজয় ও ভজহরি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই নবাবের মৃত্যু ঘটনা বিলাসপুরে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ভজহরি আসিয়া গ্রামমধ্যে রাষ্ট্র করিলেন যে, বিজয়ের বাহুবলে ও ভজহরি শর্ম্মার বুদ্ধিকৌশলে নবাব পরাজিত ও হত হইয়াছে। কেহ কেহ বিশ্বাস করিল, কেহবা অসম্ভব মনে করিল, কিন্তু অনেকেই এ কথা ভজহরির কপোলকল্পিত বলিয়া হাসা করিল। আর কেহ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, নীরদকেশী এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অবিশ্বাস করিল না। সে যাহা হউক তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার পর সপ্তাহ মধ্যেই নীরদকেশীর সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ-উৎসব অতি সমারোহে, বহু অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই উৎসব ও সমারোহের সময় পাঠক আমাদের সঙ্গে অতি দূরদেশে জঙ্গলমধ্যে পড়িয়াছিলেন। সুতরাং আমরা চির-প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পাঠকের সঙ্গে বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া, বর কন্যাকে পরস্পর সম্মিলিত করিয়া, হাস্যমুখে বিদায় লইতে পারি নাই। সেই বিবাহসভার ধুমধাম, অগণ্য লোকের সমাগম, বৈটকখানার অতুল শোভা, ঝাড় লণ্ঠনের উজ্জ্বল প্রভা; দর্শকগণের হুড়াহুড়ি, দ্বারবানদের তাড়াতাড়ি; কিছুই দেখাইতে পারি

নাই। কালোয়াতীর হিন্দি গান, বাইওয়ালীর মধুর তান; সেতার, সারেং, তবলা ঢোল, ও তাহার সঙ্গে নর্ত্তকীদের ঘুঙুরের বোল; "কোথায় গেলি গদা, তুই ব্যাটা গাধা; পান নিয়ায়রে কালা" * * প্রভৃতি নানা সুশ্রাব্য ও অশ্রাব্য বিষয় কিছুই শুনান হয় নাই। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, বিধিমত খাদ্য পানীয়, আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। সেই সাধের বিবাহের সুখের নিশা, বাসরঘরের রং তামাসা, কুলকামিনীদের বাসর-লীলা, লজ্জাবতীর ঘোমটা খোলা, এ সকল আমোদেই বঞ্চিত হইয়াছি। সেই জন্য আমরা পাঠকের নিকট বড়ই কুণ্ঠিত আছি। পাঠক আমাদের এ গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আরও একজন সে সময়ে বিলাসপুরে উপস্থিত থাকিয়াও, এ সকল সুখে ইচ্ছা করিয়া বঞ্চিত হইয়াছিলেন! শুনিয়াছি, বিবাহের দিনে বসুজ মহাশয়ের বাটীতে বিলাসপুরের যাবতীয় কুলকামিনী আসিয়াছিলেন, সুন্দরীমাত্রেই বাসরঘরে অন্ততঃ এক নজর দেখা দিয়াছিলেন। কিন্তু রাঙা দিদিকে কেহ সে দিন দেখিতে পায় নাই। ভজহরি বিবাহের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা, এবং নিজেই বলিতেন যে, "এ বিবাহের কর্ত্তাই তিনি," সুতরাং তিনি দিন রাত ক্রিয়াবাটীতেই বিরাজ করিতেন। কিন্তু অনেকেই বলে যে, সে সময়ে তাঁহাকে কেমন এক রকম, লক্ষ্মী বিনা নারায়ণের মত, বারি ছাড়া কূর্ম্মের মত, শীতকালের জলহীন শুষ্ক কুঁয়োর মত, কেমন কেমন দেখাইয়াছিল। সে যাহা হউক আমরা এখন গত বিষয়ের অনুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া কাজের কথায় প্রবৃত্ত হই।

রাঙা দিদির নৌকা সন্ধ্যার সময় বিলাসপুরে আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি যথাপদ্ধতি ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া কুলবধূর আবহমান রীতি অনুসারে, কুলবধূর অবগুণ্ঠনভেদী কটাক্ষ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে, কুলবধূর মত মৃদু মন্দ, অথচ সতেজ চরণ বিক্ষেপ করিতে করিতে, গৃহাভিমুখে চলিলেন। শ্যামা দেবীর হাত ধরিয়া, তাঁহার শিশুকে কোলে লইয়া পশ্চাতে চলিল। বিনোদলাল মাজিদের হাত হইতে কল্‌কে কাড়িয়া লইয়া দুই চারি দম ধোঁয়া গলাধঃকরণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, রমণীগণের চরণ বিক্ষেপ দেখিতে লাগিল। বাটীতে পৌঁছিয়া রাঙা দিদি ধীরে ধীরে রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন ও শ্যামাকে বলিলেন "তোমরা এইখানে ব'স, আমি সেই চোরের সঙ্গী শ্যামচাঁদকে গ্রেপ্তার করে ল'য়ে আস্‌চি। গোলাপের মা! তুইও থাকিস, তা না হ'লে আসামী ফেরার হতে পারে।" এই বলিয়া তিনি নিঃশব্দে আপন শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, শয্যার উপর ভজহরি শর্ম্মা নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে এক পার্শ্বে বসিলেন।

এ সময়ে বলা আবশ্যক যে, ভজহরি শর্ম্মা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই, কাল রাত্রিতে কখন তাঁহার গৃহলক্ষ্মী গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আজ প্রভাতে উঠিয়া দৈনিক নিয়ম অনুসারে তামাক সাজিয়া, কল্‌কে হাতে করিয়া রান্নাঘরে আগুন আনিতে গিয়া দেখেন যে, রান্নাঘরে শিকল দেওয়া। বাটীর সকল স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কেহ কোথাও নাই, সকলি শূন্য ও অন্ধকার। তখন তিনি সকল

সর্ব্বনে গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ কোন সন্ধান দিতে পারিল না। বিনোদলালের বাটীতে গিয়া শুনিলেন, যে বিনোদলালও কাল সন্ধ্যার সময় হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে নানা কু-চিন্তার উদয় হইতে লাগিল এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া, শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনকে প্রবোধ দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। একবার মনকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার গৃহ-লক্ষ্মী যদিও হঠাৎ এরূপ চঞ্চলা হইয়া বিনোদলালের সঙ্গেই গিয়া থাকেন, তবে আর কোথায় যাইবেন, অবশ্যই পিত্রালয়ে গিয়া থাকিবেন। তিনি শীঘ্রই সংবাদ পাইবেন। কিন্তু পিত্রালয়ে যাইলে, তাঁহাকে না বলিয়া চুরি করিয়া যাইবেন কেন? না! তাহাতেই বা বিচিত্র কি? রাঙা দিদি বুদ্ধিমতী, তিনি অবশ্যই মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, না বলিয়া চলিয়া না গেলে এবার যাওয়া হইত না। কেননা অল্পদিন মাত্র হইল, তিনি পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং নীরদকেশীর সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর তিন চারি বার গিয়াছিলেন, সুতরাং এবার তিনি কখনই পাঠাইতেন না। আর বিনোদলাল "শান্ত, শিষ্ট ও ধীর," তাহার সঙ্গে যাওয়াতেই বা কি ক্ষতি? এইরূপে মনকে এক প্রকার সান্ত্বনা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার কুচিন্তা উদয় হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি মনের উপর বিরক্ত হইয়া নিদ্রাকে আহ্বান করিলেন। সেই ঘোর নিদ্রার গাঢ় আলিঙ্গনে ভজহরি এখনও অচেতন রহিয়াছেন।

ভজহরির পার্শ্বে রাঙাদিদি ঘোমটা টানিয়া বসিলেন এবং তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিবার জন্য মলের শব্দ করিতে লাগিলেন। সে মধুর শব্দে ভজহরির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিল! তখন তিনি তক্তপোষের উপর বার কত চপেটাঘাত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। হঠাৎ রাঙাদিদি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নিদ্রিত স্বামীর পৃষ্ঠোপরি দুইটা আরশোলা পরমসুখে আহার বিহারে নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি আরশোলা দুইটা পিঠ হইতে তুলিয়া লইয়া কলপ দেওয়া গোঁপের উপর রাখিলেন। কীটদ্বয় ভজহরির বিপুল বিস্তৃত নাসাগহ্বরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সুষুপ্তির ব্যাঘাত জন্মাইল। সুতরাং ভজহরির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তার সন্দেহ কি?

রাঙাদিদি পূর্ব্বের মত ঘোমটা দিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ভজহরি শর্ম্মা তাঁহার হারাণ মাণিক বিনা যত্নে ও বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন; তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনোমধ্যে অন্য এক ভাবের আবির্ভাব হইল ও কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন "তার সন্দেহ কি? স্ত্রীয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্!"

রাঙাদিদি হঠাৎ ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন "ছি! ছি! ধিক্ তোমাকে! তোমার এই কাজ? আমাকে সরলা অবলা পেয়ে কি এমনি ক'রেই বঞ্চনা করতে হয়?"

বলিতে বলিতে রাঙাদিদি অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভজহরি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "এ আবার কি? উল্‌টে আমার ঘাড়েই চাপ দেওয়া?" কিন্তু রাঙাদিদির ক্রন্দন ক্রমে বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া, একটু নরম হইয়া বলিলেন "কি হয়েছে তা প্রকাশ ক'রে বল্‌লেই তো হয়?"

"কি হয়েছে? যেন কিছুই জান না! এই দেখ্‌বে এস, কে এসেছে!"

এই বলিয়া তিনি ভজহরির হাত ধরিয়া দাঁড় করাইলেন। ভজহরি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এসেছে, বলই না? আর তুমি কাল থেকে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছিলে তা আগে বল, শুনি!"

"সেই জন্যেই তো তোমার ঘুম হচ্ছিল না! আগে এসে দ্যাখ, কে এসেছে! সব বুঝতে পারবে!"

এই বলিয়া ভজহরির হাত ধরিয়া রান্নাঘরের নিকটে গিয়া বলিলেন "ওগো! একবার শীঘ্র এসে দেখ দিকি! এই তোমাদের মনচোরা শ্যামচাঁদ কি না?"

ভজহরির মাথায় যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল! তিনি দেখিলেন যে, সেই রাসলীলার শ্যামা আর সেই পরেশনাথ তীর্থের দেবী উভয়ে রান্নাঘরের সম্মুখে দণ্ডায়মানা! শ্যামা অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "বলি শ্যামচাঁদ! আমাদিগকে কি আর এখন চিন্‌তে পার না নাকি?"

ভজহরি শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন "হাঁ—তা তোমরা—তা বটে!"

রাঙাদিদি বলিলেন "তা বটে বললে তো আর চলবে না, কি জন্যে এসেছে তা আগে জিজ্ঞাসা কর!"

ভজহরির মনোমধ্যে অকস্মাৎ একটা আশার সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইল যে, ইহাদের আগমনবার্ত্তা অবিলম্বে বিজয়ের কর্ণগোচর করা আবশ্যক। তিনি বলিলেন "আচ্ছা! তা তোমরা ব'স, আমি এলেম বলে!" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীর বাহিরে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, বিনোদলাল দণ্ডায়মান। তখন তাঁহার নির্ব্বাপিতপ্রায় সন্দেহানল আবার জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "তার সন্দেহ কি? যা মনে করেছিলেম, সকলি সত্য!"

বিনোদলাল একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "কি দাদা? আজ যে বড় মুখখানা ভার ভার দেখ্‌চি?"

ভজহরি ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিলেন "সে কথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রচ? আমি সব বুঝতে পেরেচি!"

"কথাটা কি বল না শুনি?"

ভজহরি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "যেন কিছু জান না! তোমার রাঙাদিদিকে ল'য়ে কাল কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছিলে?"

"এই তো দাদা! এত বড় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হ'য়ে, এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলে না!"

ভজহরি পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু নরম হইয়া উত্তর করিলেন "কেন বলই না! তাইতো জিজ্ঞাসা করচি!"

বিনোদলাল উত্তর করিলেন "তবে শোন। কাল সন্ধ্যার সময় গোলাপের মা এসে আমাকে সংবাদ দিলে যে, 'রাঙাদিদির বাপের বাড়ী হ'তে লোক এসেচে। তাঁর মা তীর্থদর্শনে যাবেন, তাই মাখনপুর গ্রামে এসে, একবার রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা করে যাবেন বলে অপেক্ষা করচেন। তিনি তোমাকে একবার ডাকচেন।' আমি তোমার বাটীতে এসে দেখলেম যে, তুমি নিদ্রিত রয়েছ আর রাঙাদিদি তোমার পাশে ব'সে, তোমায় বাতাস করচেন। তিনি আমাকে বল্‌লেন 'ঠাকুর পো! একবার আমায় মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করায়ে ল'য়ে এস। ওকে কিছু ব'লে কাজ নাই, কারণ যদি উনি নিষেধ করেন, ওঁর অনুমতি অবহেলা করতে পারব না, আর মার সঙ্গেও দেখা হবে না।' মাখনপুরে এসে দেখলেম যে, সে সব মিথ্যা কথা। এই দুইটী স্ত্রীলোক, যারা আজ এসেছে, মিথ্যা ছলনা ক'রে রাঙাদিদিকে আনতে পাঠিয়েছিল। এরা রাঙাদিদিকে বললে যে, 'আমরাই তোমাকে ডেকেচি! কেননা আমরা তোমার সপত্নী! তুমি সপত্নীর ভাব ল'তে স্বীকার আছ কি না বল; নচেৎ আমরা বিলাসপুরে গিয়ে রাষ্ট্র করে দিই যে, তোমার স্বামী মুর্শিদাবাদে যাবার নাম ক'রে, আমাদের দেশে গিয়ে, আমাদের পাণিগ্রহণ করে চলে এসেচেন। আমরা দেখলেম, এ কথা রাষ্ট্র হলে বড় অখ্যাতি হবে। আর বুদ্ধিমান বলে দেশময় তোমার যে খ্যাতি আছে, সে টুকু একেবারে যাবে। তাই তাদের অনেক বুঝ্যে পড়্যে গোপনে ল'য়ে এলেম। এখন আর তোমার বুদ্ধির কাছে এদের বুদ্ধি কোন মতেই খাট্‌বে না!"

ভজহরি শর্ম্মার রাগ পড়িয়া গেল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন "বটে! ভায়া, এর ভিতর যে এত কাণ্ড কারখানা হয়ে গেছে, তা জানতেম না! তুমি আমার পরম বন্ধু, তার সন্দেহ নাই! ভায়া! আজ কয়েক মাস হ'তে আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কিছু কম হয়ে আসচে।"

"আমি কাল তোমাকে একটা ঔষধ দিব, তাতে তোমার বুদ্ধি পূর্ব্বের মত আবার তীক্ষ্ণ হবে। দেখ দেখি দাদা! তুমি কিনা অমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর উপর সন্দেহ করেছিলে?"

ভজহরি বলিলেন "তার সন্দেহ কি? মুনীনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ! আমি না বুঝে তোমার রাঙাদিদির উপর রাগ করেছিলেম! সে যাহা হোক্ তুমি ঠিক বলেছ! বিজয় ভায়াও তাই বল্‌তেন যে, রাঙাদিদির মত বুদ্ধিমতী আর সতীলক্ষ্মী স্ত্রীলোক আর দেখা যায় না! তার সন্দেহ কি?"

বিনোদলাল উত্তর করিল "তার সন্দেহ কি?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তুমি কে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, বিজয়ের সঙ্গে নীরদকেশীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের অল্প দিন পরেই সাধুচরণ বসুর পুণ্যময়, পরোপকারব্রত সংসারলীলার অবসান হইয়াছে। বিজয় এখন তাঁহার পিতা

অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। নীরদ-কেশীর পিতৃসম্পত্তি সকলও সাধুচরণ বসুর জীবদ্দশাতেই পুনঃ-সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহসংসারে মনুষ্য যাহা কিছু সাংসারিক সুখের কামনা করিতে পারে, বিজয়ের তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। রাজার ন্যায় সম্মান, কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, কুমারের ন্যায় কান্তি, বিধাতা তাঁহাকে সকলি দিয়াছিলেন। তাহার উপর যে সুখের নিকট রাজসিংহাসন শিশুর লীলা-মঞ্চ, নন্দনকানন জনহীন অরণ্য, প্রিয়বাদিনী, অপ্সরীরূপিণী, ইন্দ্রাণীস্বরূপিণী ভার্য্যা'র অমিয়ময়, অবিচ্ছিন্ন প্রেমের সুখেও তিনি বঞ্চিত হন নাই। তথাপিও তাঁহার হৃদয়ের ভিতর যেন কি এক প্রকার অন্ধকার আছে। বিবাহের পরে ক্রমে নীরদকেশী দেখিতে পাইল, যেন সময়ে সময়ে স্বামীর কান্তিমান্ দেহ ঈষৎ কম্পিত হয়, যেন হঠাৎ শিহরিয়া উঠে! তাঁহার হাস্যময় বিশাল লোচনে যেন কখনও কখনও সহসা অস্পষ্ট বিষাদের ছায়া পড়ে! যেন তাঁহার মৃদুহাস্য জলদতলের কৌমুদীর ন্যায় ঈষৎ কালিমাময়, ছায়াময় দেখায়! হয় ত কখনও আদর সম্ভাষণকালে সোহাগের কথা বিষাদের ভাষায় মিশিয়া যায়। নীরদকেশী জিজ্ঞাসা করিবে মনে করে, কিন্তু সাহস হয় না, পাছে বিজয় মনে বেদনা পান! এক দিন নীরদকেশী সাহস করিয়া আদরে বিজয়ের গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রব, আমাকে বল্‌বে?"

বিজয় বলিয়াছিলেন "এমন কথা কি আছে, যা তোমাকে বল্‌ব না?"

"তোমার মনের ভিতর কি একটা অসুখ আছে, আমাকে সত্য করে বল।"

বিজয়ের মুখমণ্ডল সহসা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, আরক্তিম লোচনে এক বিন্দু বারি দেখা দিয়াছিল! কিন্তু তিনি তখনি সে ভাব সম্বরণ করিয়া, আপন গলদেশ হইতে নীরদের হাত উঠাইয়া লইয়া, তাহাতে আপন বক্ষঃস্থল চাপিয়া মৃদুহাস্যে বলিয়াছিলেন "তুমি যার স্ত্রী, তার আবার মনের অসুখ!" সেইদিন অবধি নীরদকেশী আর কখনও মনে এ কথা স্থান দিত না!

এখনও প্রভাত হইতে একটু বিলম্ব আছে! যেন সারারাত জাগরণে চাঁদের মুখ মলিন হইয়াছে! তাই যেন ঘুমের ঘোরে, ক্লান্তির ভরে, অবনীর অঙ্কে ঢলিয়া পড়িতেছে! সবে এইমাত্র শুক তারার ঘুম ভাঙ্গিল, চোক ফুটিল! তাই যেন সে আরক্তিম-লোচনে সপত্নী নিশার দিকে চাহিয়া বিষাদে অভিমানে কাঁপিতেছে! এখনও পাখীরা ডাকে নাই, কোকিল উঠে নাই, পদ্মিনী জাগে নাই। নীরদকেশী আপন শয়নকক্ষে নিদ্রিতা। পরিচারিকা ব্যজন দিতে দিতে চরণতলে পড়িয়া অচেতন রহিয়াছে। মৃদু বাতাস নিঃশব্দে নীরদের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অবগুণ্ঠন সরাইয়া, তাহার অলকদাম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। যেন শারদ নিশার চাঁদ-ঢাকা মেঘ সরিয়া সরিয়া, ছড়াইয়া পড়িয়া, আবার চাঁদের উপর আসিয়া পড়িতেছে! এই সময় রাঙ্গাদিদি আসিয়া জানালায় টোকা মারিলেন। তাহাতে নীরদের ঘুম ভাঙ্গিল না দেখিয়া, তাহার মুখের উপর একটী গোলাপ ফুল ফেলিয়া দিলেন। নীরদ চমকিয়া উঠিয়া

বসিল। রাঙাদিদি হাস্য করিয়া বলিলেন "এমন দিনে এত ঘুম?"

নীরদকেশী দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল "এত রাত্রে রাঙাদিদি কোথা থেকে?" রাঙা দিদি বলিলেন "চোর ধরা রাত্রে বই কি আর দিনের বেলায় হয়?"

নী। তাই বুঝি মনচোরাকে আমার ঘরে খুঁজতে এসেছ। তা ভাল করে দেখ, যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে!

রা। এখানে থাক্‌লে আপনিই এসে ধরা দিত। সে যা হোক্‌, যাদের চুরি হয়েচে, তারাও সঙ্গে এসেচে। তাদের মুখে শুন্‌লে সব বুঝতে পারবে। এই ছাদের উপরে তারা তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রচে।

নীরদকেশী রাঙাদিদির সঙ্গে ছাদে আসিলেন। সেখানে দেবী ও শ্যামা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দেবীর সরল, উজ্জ্বল, পূর্ণায়তন কটাক্ষ নীরদকেশীর নয়নে প্রতিহত হইল! অকস্মাৎ নীরদকেশীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, শরীর লোমাঞ্চিত হইল! তিনি চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আমার দেবী।

নীরদকেশী দেবীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে পুলকে বিস্ময়ে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিলেন, আবার চক্ষু মুছিয়া দেবীর

মুখের দিকে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে চাহিলেন। যেন ভাল করিয়া দেখিতে সাহস হয় না! দেবী কে? নীরদ কি ইঁহাকে কখনও দেখেন নাই? দেবীতো তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা! কিন্তু যেন একবার মাত্র কোথায় দেখিয়াছিলেন! দেখিয়া অবধি যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ঐ সরল কটাক্ষ, ঐ পবিত্র মুখ, আর কখনও ভুলেন নাই! যেন ঐ মুখ খানি আবার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাতর ছিল, যেন শয়নে স্বপনে দিবানিশি ঐ কটাক্ষ হৃদয়ে জাগিতেছিল! যেন এত দিন প্রতি পলকে ঐ মুখ খানি অনিল-অঙ্গে চিত্রিত দেখিতে ছিলেন! নীরদকেশী বারম্বার চক্ষু মুদিয়া দেবীকে দেখিতে লাগিলেন! নিমীলিত নেত্রে কৈশোর শৈশবের সকল ঘটনা মানসপটে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন! তবুও স্মরণ হইল না, দেবীকে কোথায় দেখিয়াছেন! যেন তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের হৃদয়ের সখী, প্রাণের প্রাণ, যাহাকে দেখিবার জন্য এ জন্মেও প্রাণ লালায়িত ছিল, আজি সহসা দেখা দিল! নীরদকেশী বলিলেন "দয়া করে বল, তুমি কে?"

যেন দেবীর মনেও সম্পূর্ণ সহানুভূতি জন্মিল! তিনি অগ্রসর হইয়া নীরদকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। নীরদ আদরে উভয় হস্তে দেবীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "বল! বল! আমি তোমাকে কোথায় দেখেছি!"

শ্যামা বলিল "দেবীর শরীর দুর্ব্বল, উনি পীড়িত, ওঁকে শয়ন করতে দাও! আমি তোমাকে সমস্ত বলচি। হায়, হায়, অনাহারে, পথশ্রমে, দুর্ভাবনায়, রোগ যন্ত্রণায়, ওঁর শরীরে কি আর কিছু আছে? হায়রে অদৃষ্ট! কোথায় কুসুমশয্যায়

শয়ন করাইয়া দেবীর শুশ্রূষা ক'রব, তা না হ'য়ে সেই নিষ্ঠুর চোরের আশায় এই তিন মাস দেশে দেশে ভিখারিণীবেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন।"

নীরদকেশী বলিলেন "তবে তুমিই আমায় ব'লে দাও, আমি এঁকে কোথায় দেখেছি?"

শ্যামা উত্তর করিল "সে আবার কি? তুমি আবার আমার দেবীকে কবে দেখ্‌লে? তুমি রাজরাণী, আর ইনি এক জন বনবাসিনী দুঃখিনী, তুমি রাজ-অট্টালিকায় দাস দাসী ল'য়ে বাস কর, আর ইনি কতদূরে জঙ্গলের মধ্যে পর্ণকুটীরে থাকেন। তুমি এঁকে কেমন ক'রে জান্‌বে?"

নী। উনি কি কথা কইতে পারেন না?

শ্যা। সেও অদৃষ্টের কথা! উনি এক সময় কত কথা কইতেন, সে মিষ্ট কথা আমি কি এ জন্মে ভুল্‌ব? কিন্তু যে দিন দেবীর মা আত্মঘাতিনী হলেন, উনি দেখলেন, মার বক্ষঃ-স্থল ছুরিকায় বিদীর্ণ হয়েচে, সেই দিন অবধি আমার দেবী আর কারও সঙ্গে কথা কন না!

নীরদকেশী সিহরিয়া উঠিলেন! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবীর মা কেন আত্মঘাতিনী হলেন?"

শ্যামা সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল "সে সকল কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? উনিও এক দিন রাজার মেয়ে ছিলেন, রাজ-অট্টালিকায় বাস করতেন! ওঁর পিতা যৌবনকালে জীবন ত্যাগ ক'রলেন! তখন পাপাত্মা যবনের ভয়ে দেবীর মা, পতিবিয়োগকাতরা সাধ্বী, দুইটী শিশু কন্যাকে ল'য়ে একাকিনী আমাদের জঙ্গল প্রদেশে পলায়ন করলেন। শুনেছি,

দেবীর শিশু ভগিনীকে পথিমধ্যে যবন দস্যু অপহরণ ক'রলে। হায়! হায়! এত দূরদেশে একাকিনী পলায়ন ক'রেও দেবীর জননী যবনের আশঙ্কা ত্যাগ ক'রতে পারলেন না! অবশেষে আমার দেবীকে একলা ফেলে আত্মহত্যা ক'রলেন! তার পর আজ তিন বৎসর হ'ল, সেই চোর এসে কত ছলনা কত প্রবঞ্চনা ক'রে, দেবীর সঙ্গে মালা বদল করে, ওঁর মন প্রাণ চুরি করে ল'য়ে কোথায় পাল্‌য়ে গেল! হায়, হায়, এ সকল দুঃখের কাহিনী কাকে বলি? আমার দেবী আজ দেবী হ'য়ে পথের ভিখারিণীর চেয়ে দুঃখিনী! তা না হলে"—

বলিতে বলিতে শ্যামা নিস্তব্ধ হইল। নীরদকেশী এতক্ষণ নিস্পন্দনয়নে শ্যামার দিকে চাহিয়া দেবীর দুঃখের কাহিনী শুনিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, সহসা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায় দিদি! তোমার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল! আমি রাজ-অট্টালিকায় রাজভোগে রয়েছি, আর তুমি দিদি এতদিন বনবাসিনী হ'য়ে বনের ভিতর এত যন্ত্রণা ভোগ করছিলে? ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার ঐশ্বর্য্যে! আজ থেকে আর আমি তোমায় ছাড়ব না। আজ থেকে আমি তোমার দাসী হ'য়ে থাক্‌ব! দিন রাত তোমার চরণসেবা করব! শোন বলি শ্যামা তোমার দেবী আমার প্রাণের ভগিনী! আমার দিদি! আজ থেকে উনি আমার দেবী হলেন! তোমারা কে কোথায় আছ শীঘ্র এসে দেখে যাও, আমার প্রাণের ভগিনীকে আজ যো

বৎসর পরে ফিরিয়ে পেয়েছি! এ জন্মে আর আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে না! আর সেই নির্দ্দয় চোরকে যেখানে পাই, অনুসন্ধান ক'রে ধ'রে এনে আজ থেকে আমার দেবীর চরণতলে বেঁধে রাখব! আর এই শিশুকে," নীরদকেশী শ্যামার কোল হইতে দেবীর শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "আর এই শিশুকে, এই সোণার পুতুলটীকে, আমি আর এক নিমেষের জন্যেও কোল থেকে নামাব না! হায়! এ সময়ে তিনি কোথায় রহিলেন? তিনি আজ বাটীতে থাক্‌লে, কত সুখী হতেন, এই সোণার পুতুলটীকে কত ভাল বাসতেন!"

বলিতে বলিতে নীরদকেশী বারম্বার চুম্বন করিতে করিতে শিশুর কোমল গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। দেবী হর্ষোৎফুল্ল লোচনে এক দৃষ্টে নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! রাঙাদিদি ও শ্যামা বিস্মিতা ও বাক্‌শূন্যা হইয়া দেখিতে লাগিল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুখ ফুটিল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। নীরদকেশী আপন শয়ন-কক্ষে বসিয়া দেবীর শিশুকে আদর করিতেছেন। একপার্শ্বে পালঙ্কের উপর দেবী নিদ্রিতা রহিয়াছেন। অনেক দিন পরে আজি দলিতপ্রাণা, বিয়োগবিধুরা, আধিক্লিষ্টা,

অভাগিনী দেবী আদরময়ী সোদরার স্নেহ আলিঙ্গনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া, অনেক দিন পরে আজি সুষুপ্তিসমাগম লাভ করিয়াছে। নীরদকেশীর নিকটে দাঁড়াইয়া, শ্যামা সস্মিতমুখে, ফুল্লহৃদয়ে, শিশুর অমিয়মাখা হাসি দেখিতেছে ও অসীম সুখে শিশুর সঙ্গে নীরদকেশীর শিশুর মত আলাপন শুনিতেছে! বামুনপিসী পার্শ্বে বসিয়া আছেন। বাতায়ন-পথে হেমন্তের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আকাশের নীলবক্ষে রজতশুভ্র মেঘখণ্ড ছুটিতেছে। নীরদকেশী বলিলেন "দেখ বামুন পিসি! কি আশ্চর্য্য! মুখের আদল ঠিক তাঁর মত কি না? ঠিক সেই রকম হাসি, সেই রকম চোক, সেই রকম চুল! ভাল করে দেখ, সত্য কি না?"

বামুনপিসী বলিলেন "তোমার মনে দিন রাত সেই মুখখানি আঁকা রয়েচে কি না? তাই তুমি যা দেখ, তাইতেই সেই মুখের ছবি দেখ্‌তে পাও।"

নীরদকেশী উত্তর করিলেন "তিনি বাটীতে আসুন, আমি মিলয়ে দেখাব, ঠিক সেই রকম মুখখানি দেখ্‌তে পাবে।"

শ্যামা ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কার মত?"

বামুনপিসী বলিলেন "বুঝতে পারচ না, উনি বলচেন দেবীর খোকার মুখ ঠিক ওঁর বিজয়ের মত!"

শ্যামা সবিস্ময়ে বলিল "বিজয়! বিজয়কে তোমরা কি জান?"

এই সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। নীরদ-কেশী বলিলেন "ঐ তিনি আসচেন! বামুনপিসি! আমার দেবীকে দেখে, এই সোণার পুত্তলকে কোলে ল'য়ে, তিনি আজ

কত সুখী হবেন! আর সেই নির্দ্দয় চোরকে যেখানে পাই, যেমন করে পারি, আজই আমরা ধ'রে আনব!"

বিজয় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্যামা দেখিল বিজয়! সেই বিজয়! সেই কপটচারী, তাঁহার দেবীর হৃদয়-রত্নাপহারী, নিষ্ঠুর, চোর বিজয়! শ্যামার মস্তক ঘূরিতে লাগিল, চারিদিকে অন্ধকার বোধ হইল! সে সংজ্ঞাহীনার ন্যায় ধীরে ধীরে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল! নীরদকেশী সানন্দে বলিতে লাগিল "আজ তোমাকে এক বড় সুখের সংবাদ দিব'। তুমি কখন আসবে ব'লে, কাল থেকে পথপানে চেয়েছিলেম। শোন বলি, আমার প্রাণের ভগিনীকে এতদিন পরে আবার ফিরিয়ে পেয়েছি! আর তাঁর সঙ্গে তাঁর এই অমূল্য নিধিটী লাভ করেছি! দেখ, কি সুন্দর সোণার পুতুল! ঠিক যেন মুখ খানি তোমার মত! একবার একে কোলে ল'য়ে আদর কর!"

নীরদকেশী শিশুকে বিজয়ের কোলে দিলেন! বিজয় শিশুকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পালঙ্কোপরি সুষুপ্তা দেবীর অস্তমিতপ্রায় শুক্লশশীর মত মুখমণ্ডলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল! তিনি সিহরিয়া উঠিলেন! অঙ্কস্থিত শিশু ভূতলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল! "কি করলে! কি করলে!" বলিয়া নীরদকেশী ব্যস্ততা সহকারে শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। শিশুর উচ্চ ক্রন্দনে তাহার মাতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেবী চক্ষু উন্মীলন করিয়া, উঠিয়া বসিলেন ও রোরুদ্যমান শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। পর মুহূর্ত্তেই বিজয়ের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল!

চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল! উভয়ে বিস্মিত, জ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়কে দেখিতে লাগিলেন! কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ভাবে থাকিয়া সহসা দেবী বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া বিজয়কে আলিঙ্গন করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিলেন। বিজয় চমকিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। দেবী তাঁহার চরণতলে মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। "কি সর্ব্বনাশ! একি হ'ল!" বলিয়া নীরদকেশী সংজ্ঞাহীনা দেবীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। বামুনপিসী জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। নীরদকেশী বলিতে লাগিলেন, "এ আবার কি হ'ল! আমি যে এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না! বল! বল! তুমি যে চুপ করে রইলে!"

বিজয় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জান, ইনি কে?"

নীরদ উত্তর করিলেন "ইনি কে? এই মাত্র তো তোমাকে বল্‌লেম, ইনি আমার সহোদরা! হায়! হায়! এই ষোল বৎসর পরে আমার অনাথিনী, জন্মদুঃখিনী ভগিনীকে ফিরে পেয়ে, কত আশা করেছিলেম! মনে করেছিলেম, তুমি এঁকে দেখে কত সুখী হবে! তার পরিণাম কি এই হ'ল? আমি যে কিছুই বুঝতে পারচি না! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে সকল কথা প্রকাশ করে বল। শুনেছি, কে এক জন দুরাচার চোর আমার অনাথিনী ভগিনীর মন প্রাণ চুরি ক'রে, বিলাসপুরে পালিয়ে এসেচে! সে চোর কে? শীঘ্র বল, আমার প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলচে! তোমার পায়ে পড়ি, শীঘ্র বল!"

নীরদকেশী উভয় করে বিজয়ের চরণ ধারণ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় সজল নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিজয় চরণতল হইতে নীরদের হস্ত অপসৃত ক'রতে করিতে ধীরে ধীরে, বিকৃত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "হায় নীরদ! আর আমাকে স্পর্শ ক'রে, তোমার পবিত্র দেহ কেন কলুষিত কর? আর কেন এ পাপাত্মাকে স্বামী সম্বোধন ক'রে, রসনা কলঙ্কিত কর? তুমি যে দুরাচার, কপটচারী চোরের কথা বল্‌লে,সে চোর তোমার স্বামী, সে চোর এই পাপাত্মা, নৃশংস, নারকী বিজয়!"

যেমন আকস্মিক অশনিসম্পাতে আম্রতরুর বক্ষ হইতে নবমালিকা ভূতলচ্যুত হয়, সেইরূপ নীরদকেশী নীরবে সংজ্ঞা-হীনা দেবীর উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

সহসা দেবী নয়ন উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন! সহসা দেবীর মুখ ফুটিল, বাক্‌শক্তি জন্মিল! দেবী বীণানিন্দিত মধুরস্বরে, অমৃতময় বচনে, বলিতে লাগিলেন "কোথায় তুমি? আমার প্রাণেশ্বর! আমার হৃদয়রত্ন! সকলে বলে, তুমি নিষ্ঠুর, লম্পট, কপটচারী! মিথ্যা কথা! তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার ইষ্টগুরু, তুমি সুরলোকের পূজনীয় দেব, মনুষ্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ! তা না হলে তোমার স্মৃতি এত মধুর কেন? তোমার নাম এত পবিত্র কেন? তোমার দর্শন এত অমৃতময় কেন? কে বলে, আমি জন্মদুঃখিনী! হায়, পাগলের প্রলাপ! তুমি যার স্বামী, তার আবার অসুখ? আমার বিজয়! আমার দেবতা! আমার কণ্ঠহার! আর এক বার তোমার পবিত্র চরণ বক্ষে ধারণ করতে দাও, আমার দেবী নাম সার্থক হোক্!"

বলিতে বলিতে দেবী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজয়ের চরণপ্রান্তে আবার লুটাইয়া পড়িলেন। নীরদকেশী উঠিয়া আবার দেবীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু এবার দেখিলেন, দেবীর নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্নরূপে রুদ্ধ হইয়াছে! শরীর স্পন্দহীন, শীতল! মুখ হইতে অনর্গল রুধিরধারা বাহির হইতেছে! যেন হৃদয় ফাটিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল! সকলে বুঝিতে পারিল, দেবীর সংসারলীলা শেষ হইয়াছে! দেবী পাপ মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়া দেবীধামে গিয়াছেন!

নীরদকেশী ও শ্যামা উচ্চরবে রোদন করিয়া উঠিল! অকস্মাৎ এক জন উন্মাদিনী পদাঘাত-প্রহারে কপাট উন্মুক্ত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল "দুরাত্মা বিজয়! দেখ্‌বে এস, আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! তুমিই আমার এ সর্ব্বনাশের মূল! উঠ! শীঘ্র উঠ! আমার স্বামীকে বাঁচাও! তা না হলে আমার হাতে পাপের উপযুক্ত প্রতিফল পাবে!"

রাঙাদিদি এই বলিয়া বিজয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, সঙ্গে লইয়া দ্রুত পদে আপন গৃহাভিমুখে চলিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

রাঙাদিদি বিজয়কে আপন শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া ভজহরির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ঐ দেখ!"

বিজয় দেখিলেন ভজহরির আসন্ন কাল উপস্থিত। শরীর শীতল ও নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "একি? কি হয়েছে?"

ভজহরি বলিলেন "জল!"

বিজয় ভজহরির মুখে জল দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে, আমাকে বল।"

ভজহরি বলিলেন "বিনোদলালের ঔষধ, আর—সেই রাক্ষসী—তোমার রাঙাদিদির—হা ভগবান্!"

ভজহরির আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি রাঙাদিদিকে অভিসম্পাত করিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বিজয় বাহিরে আসিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া, ভজহরির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। রাঙাদিদি তখন উন্মাদিনীর মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "স্বামিন্! প্রভো! এক বার এই পিশাচীর দিকে চেয়ে দেখ! তুমিতো স্বর্গে চল্‌লে; কিন্তু এ পতিঘাতিনী পাপীয়সীর যে নরকেও স্থান হবে না! একবার আমাকে ক্ষমা কর। আর আমি কখনও অবিশ্বাসিনী হব না! বুকচিরে হৃদয়ের রুধির দিয়ে, তোমার চরণ ধৌত করব। পাপাত্মা বিনোদলালের ও কপটী বিজয়ের শোণিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব: একবার এ পাপীয়সীকে ক্ষমা কর!"

যেমন ভক্তজন ঘোরতর বিপৎপাতের সময় অনন্যোপায় হইয়া, অকুল সমুদ্রে পড়িয়া, আপন ইষ্ট দেবতার নিকট করুণ বচনে, কাতর হৃদয়ে, কৃপাকণা ভিক্ষা করে, সেইরূপ রাঙাদিদি ভূতলে জানু পাতিয়া, মৃতপতির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া, যুক্ত-

করে বারম্বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। হায়, রাঙাদিদি! যদি চারি বৎসর পূর্ব্বে স্বামীকে আজিকার মত এই চক্ষে দেখিতে, তবে তোমার কথা বলিতে গিয়া আমাদের এ ক্ষুদ্র গল্প এত বাড়িয়া যাইত না।

প্রতিবেশিগণ রাঙাদিদিকে গৃহ-মধ্যে রুদ্ধ করিয়া ভজহরির মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। বিজয় নীরবে, ধীর পদবিক্ষেপে সকলের পশ্চাতে চলিলেন। ভজহরির যত্নসংরক্ষিত দেহ চিতাভস্মে পরিণত হইল।

সেই শ্মশানভূমে, সেই চিতার অনতিদূরে, আর এক জন কাহার চিতা সজ্জিত হইতেছিল! শব চিতার উপর রক্ষিত হইল। বিজয় দেখিতে পাইয়া, চিতাসমীপে দৌড়িয়া আসিয়া শবের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন! তিন বৎসর পূর্ব্বে পরেশনাথ তীর্থে যাইবার পথে, শারদ-কৌমুদী-বিধৌত শৈলখণ্ডের উপর, যে অতুলসৌন্দর্য্যময়ী দেবীমূর্ত্তি বিস্মিত-নয়নে, বিগলিত প্রাণে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আবার দেখিলেন! সেই মৃদুহাসিমাখা অনুপম লাবণ্যময় অধর! সেই প্রেমপূর্ণ, আদরময় কটাক্ষ! সেই গৌরবময়, প্রীতিময় মুখমণ্ডল!

বিজয় বিকৃতস্বরে শ্মশানভূমি, নদীসৈকত প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিলেন "দেবি!" আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সমীরণ কম্পিত করিয়া, গম্ভীর নিনাদে, নদীতরঙ্গে সেই বিকৃতকণ্ঠের "দেবি" শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! সহসা চিতার উপরে দৌড়িয়া আসিয়া বিজয় দুই হস্তে দেবীর চরণধূলি লইয়া, মস্তকে বক্ষে মাখিতে লাগিলেন!

দর্শকগণ বিস্মিত হইয়া, বিজয় হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহাকে চিতার উপর হইতে দূরে লইয়া আসিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিল। যতক্ষণ চিতা জ্বলিতে লাগিল, বিজয় অনিমেষনয়নে, উন্মত্তের মত দৃষ্টিতে, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে চিতা নির্ব্বাণ হইল, দেবীর অনুপম লাবণ্য, পবিত্র সৌন্দর্য্য ভস্মাবশেষ হইল! তখন বিজয় বসনাগ্র [illegible] করিয়া, পরিধেয় বসন, উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া, কৌপীন মাত্র পরিধান করিলেন ও ভস্মশেষ চিতার উপরে গিয়া দেবীর চিতাভস্মে দেহ চর্চ্চিত করিতে লাগিলেন। ললাট, বক্ষঃস্থল, বাহুযুগল, মস্তক, সাধ মিটাইয়া, সেই পবিত্র ভস্মে রঞ্জিত করিলেন! তাঁহার বীরবপু, বিভূতিভূষণ, শ্মশানবিহারী ব্যোমকেশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল! বিজয় দেহমণ্ডন শেষ করিয়া, গাল বাজাইয়া, গম্ভীরস্বরে "হর, হর, বম্, বম্!" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্মশানভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। গ্রামবাসিগণ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কি! আপনি এ বেশে কোথায় যান?"

বিজয় সতী-বিয়োগ-পাগল প্রমথপতির ন্যায় ভীষণ নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমরা যদি কেহ আমার অনুসরণ কর্তে ইচ্ছা কর, এইরূপ বেশ ধারণ ক'রে, আমার সঙ্গে এস। নতুবা আমি আদেশ করছি, আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

তাঁহার নিকটে যাইতে আর কাহারও সাহস হইল না। তিনি একাকী নদীসৈকত অতিক্রম করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন!

যাও বিজয়! জনশূন্য অরণ্যানী ভিতরে, অথবা হিমাচলের হৈমশৃঙ্গে গিয়া ঐ "বম্ বম্" মন্ত্রের সাধনা কর! আর এ জগতে তোমার মত যাহারা মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া চৈতন্য হারায়, আত্মবিস্মৃত হয়, তাহাদিগকে উচ্চ রবে তোমার অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া যাও আর ঐ কপটচারী, সংসারবাসী সন্ন্যাসীকে, এই স্পৃহাশীল, মায়ামুগ্ধ পরিব্রাজককে একবার বজ্রনিনাদে—"হর, হর, বম্, বম্" মন্ত্র বলিয়া যাও!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরেশ প্রসাদ।

ইহার চারি বৎসর পরে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে নীরদকেশী পূর্ব্বকথিত শয়নকক্ষে বসিয়া. একটী ছয় বৎসরের বালকের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। বিজয়ের কোন সন্ধান নাই। এই চারি বৎসর নানা স্থানে অন্বেষণ করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি দেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। নীরদকেশীর নিকটে রাঙা-দিদি বসিয়াছিলেন। শুনিয়াছি নীরদকেশীর পার্শ্বে রাঙা-দিদিকে চিত্রপটে অঙ্কিতা ষোড়শীর পার্শ্ববর্ত্তিনী ধূমাবতী-মূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। যাঁহার নিকটে আমরা এ গল্প শুনিয়াছিলাম, তিনিও ঘটনাবশতঃ সেই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ পরে বালক শৈশবের

চপলতা বশতঃ দৌড়িয়া বাহিরে গেল। নীরদকেশী ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন. রাঙাদিদি বলিলেন "আহা! আপনার ছেলেকেও কেহ কথনও এত ভাল বাসে না! এক নিমেষের জন্যেও ছেলেটার কাছছাড়া হ'য়ে থাকৃতে পারেন না!"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইটী কি নীরদের নিজের ছেলে নয়! তবে ইটী কে?"

এই সময়ে নীরদকেশী গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়া, ক্রোড়স্থিত শিশুকে বারম্বার চুম্বন করিয়া, উত্তর করিলেন "ইটী? ইটী? ইটী আমার পরেশ প্রসাদ।"

সমাপ্ত।